চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 21 July, 2020 ■ আগরতলা, ২১ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ৬ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে করোনায় আরও দু'জনের মৃত্যু নতুন সংক্রমিত ২০২, সুস্থ হলেন ৮৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত আরও দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। দুজনই মহিলা। আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে সোমবার ওই দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, একজনের বাড়ি সিপাহীজলা জেলায় এবং অন্যজনের বাড়ি ধলাই জেলার কমলপুরে। এদিকে, রাজ্যে নতুন করে আরও ২০২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানিয়েছেন, এদিন ২০২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ৪৭৪৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাতেই ২০২ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আক্রান্ত ২০২ জনের মধ্যে ২৫ জন বিমান যাত্রী, ৩ জন সংস্পর্শে, ২ জন এইচসিডব্লিও, ২ জনের কোন ভ্রমণ ইতিহাস নেই, ৩ জন কন্টেইনমেন্ট জোনে, ৬ জনের উপসর্গ ভিত্তিক এবং ১৬১ জন এন্টিজেন টেস্টে করোনা ধরা পড়েছে। এদিকে, ২০২ জনের মধ্যে বিএসএফের ১৯ জন জওয়ান রয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ২০২ জনের মধ্যে পশ্চিম জেলায় ৮৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন। তাছাড়া গোমতী জেলায় ৪০ জন, সিপাহীজলা জেলায় ২৭ জন, ধলাই জেলায় ১৯ জন, উত্তর জেলায় ১৬ জন, দক্ষিণ জেলায় ৯ জন, ঊনকোটি জেলায় ৬ জন এবং খোয়াই জেলায় ২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, এদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ৮৬ জন রোগীকে সুস্থ হওয়ায় ছুটি দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, এদিন যে দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে একজনের বয়স ৮০। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গোমতী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ ঝাঁপ পড়ল ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের কার্য্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। করোনা- প্রকোপে ঝাঁপ পড়ল ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে। মূলত দুই আইনজীবী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় তড়িঘড়ি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ-বিষয়ে বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আইনজীবী কৌশিক ইন্দু জানিয়েছেন, এখন করোনা-র প্রকোপে আদালতে স্বাভাবিক কাজকর্মেও প্রভাব পড়েছে। এরই মধ্যে দুই আইনজীবীর দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাই ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, এমনিতে শুক্রবার পর্যন্ত অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে, শনি ও রবিবার ছুটি থাকায় আগামী সোমবার পুনরায় কার্যালয় খোলা হবে।

তিনি বলেন, বার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয় স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা হয়েছে। তাছাড়া, করোনা আক্রান্ত আইনজীবীদের সংস্পর্শে যাঁরা ছিলেন তাঁদের খোঁজে বের করে পরীক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে।

করোনা পরিস্থিতি উদ্বেগের, দিনভর দফাওয়ারি বৈঠক সচিবালয়ে

লকডাউনের পথে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। করোনার ক্রমবর্দ্ধমান গতি ত্রিপুরার কপালে গভীর চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। কারণ, সংক্রমণ বৃদ্ধির সাথে মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। তাই আজ দিনভর মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রশাসনিক শীর্ষ কর্মকর্তা এবং মন্ত্রিসভার সদস্যরা বৈঠক করেছেন। সূত্রের খবর, কঠোর লকডাউনের পথে এগিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। অন্তত টানা সাতদিন সম্পূর্ণ লকডাউন লাগু হতে চলেছে। এমনটাই এদিনের বৈঠকে আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। এদিকে, ত্রিপুরা হাইকোর্ট এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে আগামী ৯ আগষ্ট পর্য্যন্ত বর্তমান কার্য পদ্ধতির সময়সীমা বাড়িয়েছে। কেবলমাত্র জরুরী ভিত্তিতে মামলায় ভিডিও কনফারেন্সে শুনানী হবে। এমনকি জেলা আদালতও একই পদ্ধতি মেনে কার্য্য সম্পাদন করবে।

রাজ্যে হঠাৎ করে করোনা ভয়ঙ্করভাবে থাবা বসিয়েছে। বিশেষ করে রেপিড এন্টিজেন কিট দিয়ে পরীক্ষা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়ছে। টানা দুইদিনে চার শতাধিক করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। অবশ্য, এন্টিজেন কিট ছাড়াও আরটিপিসিআর কিটের মাধ্যমেও করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলছে। এক্ষেত্রে নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে করোনা আক্রান্তের সংখ্যাতেও বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই বিষয়টি গভীর চিন্তাজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। এরই মধ্যে পরপর চারজনের মৃত্যু রাজ্যবাসীর চিন্তা আরও বাড়িয়েছে। ফলে, জরুরী ভিত্তিতে পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা করেছে রাজ্য সরকার।

আজ সকাল থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, দফায় দফায় স্বাস্থ্য দপ্তর, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, খাদ্য দপ্তর এবং রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের সাথে বৈঠক করেছেন। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর ও খাদ্য দপ্তরকে প্রয়োজনীয় সমাগ্রীর পর্য্যাপ্ত মজুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে রেশনে সামগ্রী এবং কোভিড-১৯ পরীক্ষার কিট ও আনুসঙ্গিক সামগ্রী মজুত করতে বলা হয়েছে। কারণ, রাজ্য সরকার টানা লকডাউনের পরিকল্পনা নিয়েছে। সূত্রের দাবি, এদিনের বৈঠকে লকডাউনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া, লকডাউনের উপকারিতা এবং এর ফলে সৃষ্ট সমস্যা নিয়েও বিস্তারিত চর্চা হয়েছে। তাতে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব না হলেও লকডাউন লাগু করার জন্যই সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হচ্ছে।

সূত্রের দাবি, আগামীকাল পুণরায় পরিস্থিতি পুণরায় পর্যালোচনা করা হবে। তাছাড়া, রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিষয়ে বিস্তারিত হবে। এদিকে, ত্রিপুরা হাইকোর্ট আজ এক নির্দেশ জারি করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারিবারিক বিবাদের জেরে বাবাকে খুন করে পলাতক ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ জুলাই।। জন্মদাতা পিতাকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে ছেলে। রবিবার গভীর রাতে আর কে পুর থানাধীন মহারানী পুলিশ ফাঁড়ি থানার প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে জনজাতি অধ্যুষিত গ্রাম গন্ডাবাড়িতে সাধন হরি জমাতিয়া(৫৬) কে নিজ বসতঘরে গভীর রাতে কুপিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠে নিজ ছেলের বিরুদ্ধে।

ঘটনার খবর পেয়ে সোমবার সকালে মহারানী পুলিশ ফাঁড়ি থানা ওসি সহ বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাসলে ছুটে যান। জনজাতি এলাকায় খুনের ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান রাধাকিশোর পুর থানার ওসি। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গোমতি জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠান। উল্লেখ্য মৃত সাধন হরি জমাতিয়ার ঘাতক ছেলে প্রায় বিশ দিন আগে বহিরাজ্য শিলং থেকে বাড়িতে আসেন। তিনি বেশিরভাগ সময়ই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পরিবার-পরিজনদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করতেন বলেও এলাকা সূত্রে জানা যায়।

রবিবার রাতেও একইভাবে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পরিজনদের সাথে বাকবিতন্ডা লিপ্ত হন বলে খবর। যদিও খুনের আসল রহস্য নিয়ে পুলিশ ধোঁয়াশায় রয়েছে। প্রাথমিকভাবে খুনের ঘটনায় অভিযোগের তীর মৃতার ছোট ছেলে সাধন ভক্ত জমাতিয়া(২২) এর দিকে। ঘটনার পর অভিযুক্ত ছেলে পলাতক।

দেশি বন্দুক সহ যুবক গ্রেপ্তার কাঞ্চনপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২০ জুলাই।। দেশি বন্দুক সহ এক যুবককে ত্রিপুরা পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালত তাকে জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কাঞ্চনপুর থানার অধীনে পূর্ব সাতনালা রামচন্দ্র পাড়া কলাবাড়ি এলাকায় পুলিশ একটি দেশি বন্দুক উদ্ধার করেছে। গোপন খবরের ভিত্তিতে সুভাষ রিয়াং (১৮)-এর ঘর থেকে পুলিশ ওই বন্দুক উদ্ধার করেছে। পুলিশ তাকেও হাতেনাতে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে। কাঞ্চনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিক্রমজিৎ শুক্ল দাসের নেতৃত্বে অভিযানে ওই সাফল্য মিলেছে। পুলিশ তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৭ ধারায় মামলা রুজু করেছে।

আজ পুলিশ সুভাষকে আদালতে সোপর্দ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকডাউন ঃ সীমান্ত এলাকায় খাদ্যের তীব্র সংকট ঃ সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় লকডাউনের ফলে খাদ্যের সংকট দেখা দিয়েছে এবং অবিলম্বে ওইসব এলাকায় খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করার দাবী জানিয়েছে সিপিএম। দলের রাজ্য কার্য্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই দাবী জানিয়েছেন বিধায়ক তপন চক্রবর্তী, বিধায়ক সুধন দাস, বিধায়ক রতন ভৌমিক প্রমুখ। একই সঙ্গে নির্মাণ শ্রমিক সহ সমস্ত শ্রমিকদের করোনা পরিস্থিতিতে যে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়ার কথা সেখানে কিছু অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী শহিদ চৌধুরী।

সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে দাবি করেন সীমান্ত এলাকায় এসময়ে মানুষ সমস্যায় রয়েছে, আর্থিক সংকটে আছে। খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। খাদ্যের কোন ব্যবস্থা নেই। কোন ব্যবস্থা না করেই লকডাউন দেওয়া হয়েছে। তারা আরও অভিযোগ করেন ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, সাফাইকর্মী, নার্স তাদের সুরক্ষা সামগ্রী পর্যাপ্তভাবে দেওয়া হয়নি। এখন চিকিৎসকরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। করোনা রোগ নির্ণয়ের জন্য ব্যাপক পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দাবি জানান।

এদিকে সীমান্ত এলাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষ যারা সমস্যায় রয়েছে তাদেরকে বিনামূল্যে ১০ কেজি করে খাদ্যসামগ্রী এবং ৭ হাজার ৫০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের দাবি জানানো হয়েছে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ড থেকে হকারদের যে সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে তাতে সবাইকে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন রতন ভৌমিক। তিনি বলেন সব পত্রিকা হকারদেও আর্থিক সাহায্য করা হয়নি। তাছাড়া রেগা, টুয়েপে পর্যাপ্ত পরিমাণ কাজ প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে।

সিপিএম পশ্চিম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমলপুরের এসবিআই শাখায় অগ্নিকাণ্ড, সৌভাগ্যবলে সুরক্ষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। সাতসকালে সৌভাগ্যবলে রক্ষা পেয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া-র কমলপুর শাখা। প্রাতঃভ্রমণকারীর তৎপরতায় বড়সড় ক্ষতির হাত থেকে বেঁচেছে এই ব্যাংক। শাখা প্রবন্ধক জানিয়েছে, এসি এবং কম্পিউটার আগুনে পুড়েছে।

সোমবার সকালে ধলাই জেলার এসবিআই কমলপুর শাখায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। প্রাতঃভ্রমণকারীরা ব্যাংকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করেন ধোঁয়া বের হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি দমকল বাহিনীকে জানানো হয়ে। বিষয়টি ব্যাংকের শাখা প্রবন্ধককেও জানানো হয়। খবর পেয়ে তিনি দ্রুত ছুটে আসেন।

এদিকে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। দমকল বাহিনীর তৎপরতায় আগুন আয়ত্তে আনা হয়। ফলে বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে স্টেট ব্যাংকের শাখাটি। জনৈক দমকল কর্মী জানিয়েছেন, আগুন ছড়িয়ে পড়লে পার্শবর্তী দোকানপাট এবং বাড়িঘর ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। বিষয়টি প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথেই দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়ায় দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়েছে।

স্টেট ব্যাঙ্কের কমলপুর শাখার ম্যানেজার দমকল বাহিনী এবং স্থানীয় জনগণের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, স্থানীয় জনগণ এবং দমকল বাহিনী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে ব্যাংকের শাখাটিকে অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে কোনও ভাবে রক্ষা করা সম্ভব হতো না। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জানান, প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে শর্ট সর্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ব্রাঞ্চের এসি এবং বেশ কয়েকটি কম্পিউটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে লকারের টাকা-পয়সা অক্ষত রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। দিনের বেলা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এবং প্রাতঃভ্রমণকারীদের নজরে আসায় অল্পেতে রক্ষা মিলেছে।

ওএনজিসির পরিত্যাক্ত জলের ট্যাঙ্কে পড়ে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। ওএনজিসির পরিত্যাক্ত জলের ট্যাঙ্কে পড়ে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হলো আতিফা হাসেম নামে সাড়ে ছয় বছর বয়সী এক বালিকার।

ঘটনাটি ঘটে সোমবার বিকেলে। দুই বছর আগে মেলাঘর থানাধীন বগাবাসা এলাকায় ওএনজিসি ড্রিলিংএর কাজ শুরু করে। পরে সাইট ত্যাগ করে চলে গেলেও ভূলয়ে নির্মিত জলের ট্যাংকটি বুজিয়ে যায় নি। সেই ট্যাঙ্কের জলে পড়ে যায় আতিফা। অন্যদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অপহৃতা নাবালিকা উদ্ধার গ্রেপ্তার অপহরণকারী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কুমারঘাট এর পূর্ব রাতা ছড়ার ৫নং ওয়ার্ডের অপহৃত নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। বাগবাসার নোয়াগাঁও এলাকা থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়েছে।

গত ১৮ জুলাই কুমারঘাট এর পূর্ব রাতা ছড়া র৫ নং ওয়ার্ডের পাগলা ছড়া থেকে ১৭ বছরের এক নাবালিকাকে অপহরণ করেছিল বাবু সেন নামে এক যুবক ।এ ব্যাপারে অপহৃত নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। নাবালিকাকে অপহরণ করে অপহরণকারী যুবক আমবাসার কচুছড়ায় এক নিকট আত্মীয় বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখান থেকে ওই নাবালিকাকে নিয়ে নিজ বাড়িতে আসে। খবর পেয়ে নাবালিকার পরিবারের লোকজন রা বাগবাসার নোয়াগাঁও বাড়িতে যায়। নাবালিকাকে নিয়ে ওই যুবক নিজের বাড়িতে অবস্থান করছে দেখে স্থানীয় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ওই বাড়িতে গিয়ে নাবালিকা সহ তাকে পাকড়াও করে। উদ্ধার করেন নাবালিকাকে পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ।অপরদিকে অপহরণকারী যুবককে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। নাবালিকা অপহরণের দায়ে তার বিরুদ্ধে মামলা গৃহীত হয়। অপহরণের তিনদিন পর নাবালিকাকে উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় স্বস্তি ফিরেছে।অপহরণকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অপরিচিত নাবালিকার পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়-স্বজনরা জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

মণিপুরে ইনার লাইন পারমিট পুনরায় চালু

ইমফল, ২০ জুলাই (হি. স.) : পুনরায় ইনার লাইন পারমিট চালু হচ্ছে মণিপুরে। ২১ জুলাই থেকে ওই ব্যবস্থা কার্যকরে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। করোনা-র প্রকোপের কারণে প্রায় চার মাস বন্ধ রাখার পর এখন পুনরায় ইনার লাইন পারমিট চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মণিপুর সরকার। ফলে, বহিরাগত-রা এখন থেকে পারমিট সংগ্রহ করে মণিপুরে যেতে পারবেন।

ইনার লাইন পারমিট হচ্ছে ভ্রমণের ছাড়পত্র। মণিপুরের বাসিন্দা নন এবং অল্প কিছুদিনের জন্য সফরের প্রয়োজনের সাপেক্ষে ইনার লাইন পারমিট সংগ্রহ করার নিয়ম রয়েছে। জনজাতিদের স্বার্থ রক্ষায় ইনার লাইন পারমিট-র নিয়ম মণিপুরে চালু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ১৪ জন চিকিৎসক করোনা আক্রান্ত, সুস্থ দুই, ১২ জনের পৃথক স্থানে চিকিৎসার দাবী জানাল এসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১৪ জন চিকিৎসক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বর্তমানে ১২ জন ভগৎ সিং যুব আবাসে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসায় পৃথক ব্যবস্থার জন্য জিবি হাসপাতালের সুপারের কাছে আজ ডেপুটেশন দিয়েছে সারা ত্রিপুরা সরকারি চিকিৎসক অ্যাসোসিয়েশন (এটিজিডিএ)। সংগঠনের সম্পাদক ডাঃ রাজেশ চৌধুরী বলেন, ভগৎ সিং যুব আবাসে অন্য করোনা আক্রান্তের সাথে একত্রে চিকিৎসকদের চিকিৎসা চলছে। তাঁদের পৃথক স্থানে চিকিৎসার ব্যবস্থার আবেদন জানিয়েছি।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় করোনা-র প্রকোপ লাগামহীন ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারা রাজ্যেই করোনা ছড়িয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্য কর্মী, নিরাপত্তা কর্মী, আইনজীবী, শিক্ষক সকলেই করোনা-য় আক্রান্ত হচ্ছেন। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন স্বাস্থ্য কর্মী এবং সুরক্ষা কর্মীরা। করোনা-র সাথে যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ১৪ জন চিকিৎসক আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুই জন সুস্থ হয়েছেন।

আজ এটিজিডিএ জিবি হাসপাতালের সুপারের দেখা করে ডেপুটেশন দিয়েছে। এ-বিষয়ে সংগঠনের সম্পাদক ডাঃ রাজেশ চৌধুরী বলেন, ভগৎ সিং যুব আবাসে কিছুদিন ধরে সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে খাবার, পানীয় জলের সমস্যায় করোনা আক্রান্তরা ভোগান্তির মুখে পড়ছেন। তাঁর দাবি, প্রতিনিয়ত চিকিৎসকরা রোগী দেখতে যান না এবং এ সব হচ্ছে ভগৎ সিং যুব আবাসের দায়িত্বে যিনি ছিলেন তাঁর ব্যস্ততার কারণে। তিনি বলেন, একজন চিকিৎসক ভগৎ সিং এবং জিবি হাসপাতালে একত্রে দায়িত্বে থাকার কারণে সময় পেতেন না। তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে, একজন চিকিৎসক প্রতি ১৫ দিনের জন্য শুধু ভগৎ সিং যুব আবাসের দায়িত্বে থাকবেন।

এদিন তিনি বলেন, বর্তমানে ভগৎ সিং-এ ১২ জন চিকিৎসক ভরতি রয়েছেন। তাঁদের অন্য রোগীদের সাথেই রাখা হয়েছে। তাঁর মতে, করোনা-র প্রথমসারির যোদ্ধা হিসেবে চিকিৎসকদের সম্মান দেখানো আমাদের দায়িত্ব। তাই, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের কাজ সাইনবোর্ড সর্বস্ব, ৬ বছর ধরে অপেক্ষায় জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২০ জুলাই।। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজের শ্রীকান্ত বাড়ী থেকে কাস্তারাই রিয়াং পাড়ায় যাতায়তের রাস্তাটি বেহাল দশায় পরিনত হয়েরয়েছে। এই এলাকার লোকজনের সুবিধার্থে প্রধানন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার পক্ষথেকে ৬৭০,০৩ লক্ষটাকা ব্যায়করে ৭,৮০৪ কিলোমিটার রাস্তা বরাদ্ব হলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি।

১১- ০১- ২০১৪ এই কাজ শুরু করার কথা থাকলেও আজ অনেকবছর পেরিয়ে গেলেও গ্রামবাসী রাস্তার কোনোপ্রকার খোঁজপায়নি। কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত ঠিকেদার রাস্তার পাশে সাইনবোর্ড লাগিয়ে নিজ দায়িত্ব সেরেফেলেন। রাস্তা সংস্কারের তারিখ পেরিয়ে যাবার পরও ঠিকেদারের কোনোপ্রকার হেলদোল নেইবলে অভিযোগ। দীর্ঘ বাম আমলে বিভিন্ন কাজে নিম্ন মানের কাজের অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু এই রাস্তাটি সম্পূর্ন বেতিক্রমী। কাজ নাকরেই রাস্তার পাশে সাইনবোর্ড লাগিয়ে চলেগেলেন ঠিকেদার। এইদিকে বর্ষাকালে অসুবিধার সম্মুখিন হতেহচ্ছে গ্রামবাসীদের।

কাঁদার মধ্যদিয়ে প্রতিদিন যাতায়ত করতেহচ্ছে গ্রামবাসীদের। গ্রামের লোকজনদের সঙ্গে কথাবলে জানাযায় এলাকায় কোনোলোকজন অসুস্থ হয়ে পরলে কাঁধে করে নিয়ে আসতেহয়। অন্যদিকে কাঁদা রাস্তা পেরহয়ে কোয়াইফাং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হলে এক কিলোমিটার রাস্তার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৭৮ ▫ ২১ জুলাই ২০২০ ইং ▫ ৫ শ্রাবণ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

জাতি বিদ্বেষে ইন্ধন

বাঙালী জনগোষ্ঠী একটি সোপানের উপর দাঁড়াইয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে উজ্জলতার নজীর রাখিয়াছে তাহাকে অস্বীকার করিবার সুযোগ কোথায়? বাঙালী ভাষাভাষীর নিজস্ব একটি দেশ আছে। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে সংগ্রামের, রক্তের প্রতিদানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র আজ বিভিন্ন দিক দিয়াই গৌরব গাঁথা রাখিতেছে। বাঙালীদের মনে পশ্চিমবঙ্গ তো ভারতের বড় রাজ্যের মধ্যে একটি। সেই পশ্চিমবঙ্গ তো বাঙালীদের। অথচ আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা অবাঙালীদের ভীড়ে ছাইয়া গিয়াছে। বাংলার মানুষ তাঁহাকে মানিয়া নিয়াছে। বাঙালী অবাঙালী মিশিয়া একাকার হইয়াছে কলকাতায়। একটিও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ইত্যাদির ঘটনা নাই। বাঙালী জনগোষ্ঠী এমনই যে দেশ জুড়িয়া তাহারা ছড়াইয়া ছিটাইয়া আছে। সুদূর বিদেশেও বাঙালীর জয়জয়কার তো অস্বীকারের সুযোগ নাই। কিন্তু, বাঙালী বিদ্বেষী মানসিকতা কোনও কোনও ব্যক্তির মনে বাড়িতেছে। বাঙালী জাতির বিরুদ্ধে অশোভনীয় মন্তব্য করিয়াছেন অসমের রাজস্ব ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ভবেশ কলিতা। সম্প্রতি তিনি রঙিয়ায় বন্যা দুর্গতদের খোঁজ নিতে গিয়া বাঙালী জাতিকে 'খচ্চর' বলিয়াছেন। বাঙালী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এমন আপত্তিকর শব্দ প্রয়োগ মুহুর্তের মধ্যে তাহা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হইয়া পড়ে। যদি সত্যি ভবেশ কলিতা বাঙালী জাতিকে খচ্চর বলিয়া মন্তব্য করিয়া থাকেন তাহা শুধু বেদনাদায়ক নহে, একটি সমৃদ্ধশালী জাতিকে অপমান করা ও জাতি বিদ্বেষে ইন্ধন দেওয়া। অসমের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর এই দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিসভা হইতে তাহার অপসারণের দাবী উঠিয়াছে। বাঙালী জনগোষ্ঠীকে খচ্চর জাতি বলিয়া রীতিমতো ভারতীয় সংবিধানকে অপমান করিয়াছেন বলিয়া অনেকেই মন্তব্য করিয়াছেন। বিজেপির সবকা সাথ সবকা বিকাশকে ভূয়ো প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন মন্ত্রী কলিতা।

'নানা ভাষা নানা জাতি, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান'। এই আদর্শ ও কৃষ্টি সংস্কৃতি নিয়াই সমৃদ্ধশালী ভারতীয় জাতি। আসামে এক সময় বাঙাল খেদাওয়ের শ্লোগান দাঙ্গার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে। আসামে ঐতিহাসিক কারণেই বাঙালী জনজাতি বাসভূমিত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, দেশভাগের সময় পাকিস্তানের অধুনা বাংলাদেশের সিলেটের বৃহৎ অংশ ভারতের ভাগে পড়ে। সেই ঐতিহাসিক কারণেই আসামে বাঙালী জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। অতীতে অসমীয়া জাত্যাভিমানীরা বাঙালী বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া হিংসার আগুন জ্বালাইয়া ছিলেন। সেই ষাটের দশকে বাঙালীরা যখন একতরফা মার খাইয়াছিল তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় চুপ করিয়া থাকেন নাই। তাহার হুমকির কারণেই সেদিন রক্তক্ষরণ বন্ধ হইয়াছিল। ইহা ইতিহাস সত্যি। আসামে অহমিয়া বাঙালীকে নিয়া একটি মিশ্র সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। আসামে বাঙালী জনসংখ্যাকে এখন আর খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। সেই দিন এখন আর নাই। 'বিবিধের মাঝে মিলন মহান' নীতিকে অস্বীকার করিলে তো ভারত খন্ড বিখন্ড হইয়া যাইবে। ভারতবর্ষ যে ঐতিহ্যের অনুসারী তাহাকে মানিয়াই নিতে হইবে। আসামের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ভবেশ কলিতা যে ভাবে বাঙালী জাতিকে অপমানের স্পর্ধা দেখাইয়াছেন তাহার মাশুল তাঁহাকে দিতেই হইবে। বাংলা বাঙালীর মহান পুরুষ যাহারা আছেন তাহাদেরও অপমান করা হইল। রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ হইতে শুরু করিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাঙালীর শুধু নয় দেশের গর্ব। কথায় আছে 'বাংলা আজ যাহা ভাবে ভারত ভাবে কাল'। বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস অনেক অনেক প্রাচীন ও সমৃদ্ধশালী। সেই বাঙালী জাতিকে খাটো করিয়া মন্ত্রি কলিতা নিজেকেই ছোট করিলেন। সঙ্গে আসামের মিশ্র সংস্কৃতির যে উর্বরতা তাহাকে অপমান করিয়া এক অশুভ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। শুধু অহমিয়া ভাষাভাষীরা নহে, গোটা দেশ আসামের শিক্ষামন্ত্রীর 'খচ্চর' মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাইবে। অহমিয়া ও বাঙালী জনগোষ্ঠী আসামে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া আগাইয়া যাইতেছে। ইহাই ভারতের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে অস্বীকার করিলে যে বিপদ আসিবে তাহা মোকাবেলা কঠিন হইবে। ভারত আত্মার সেই মর্মকথা বিবিধের মাঝে মিলন মহানকে আমাদের অস্বীকার করিবার কোনও সুযোগ নাই।

দ্রুত হারে সংক্রমণ বাড়ছে মাল শহরে, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১৮

মালবাজার, ২০ জুলাই (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মাল শহরে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। সোমবার নতুন করে সেখানে করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮ জন। করোনা সংক্রমণ রুখতে আগামী ২৬ জুলাই পর্যন্ত মাল শহরে লকডাউন বজায় থাকা নিয়ে জেলা প্রশাসনের নির্দেশিকা জারি হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালবাজারের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মাধ্যমে শনিবার সংগৃহীত লালা পরীক্ষার ১৮ জনের করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁদের মধ্যে ১৬ জন মাল শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দা। এখনও পর্যন্ত ওয়ার্ড ভিত্তিতে সংক্রামিতদের সংখ্যা যথাক্রমে ১৩ নং ওয়ার্ডের ৬, ১২ নং ওয়ার্ডের ৩, ৫ নং ওয়ার্ডের ৩, ৪ নং ওয়ার্ডের ২, ৩ নং ওয়ার্ডের একজন এবং ১৪ নং ওয়ার্ডের একজন বাসিন্দা। সংক্রমিতদের অন্য দু'জন শহর লাগোয়া রাঙ্গামাটি, তেসিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা।

মাল পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারপার্সন স্বপন সাহা বলেন, 'যারা নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন তাঁদের একইভাবে কোভিড হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি বাসিন্দাদের সচেতন থাকার কথা বলা হয়েছে। অযথা গুজব না ছড়ানোর কথাও বলা হয়েছে।' এদিকে লকডাউনের জেরে মাল শহরে রাস্তাঘাট শুনসান। দুপুর একটা পর্যন্ত শহরে প্রবল বৃষ্টিপাতও হয়েছে। বিভিন্ন সংগঠনের তরফে প্রশাসনিক মহলে লকডাউন বজায় রাখা, কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি বলবৎ রাখা সহ বিভিন্ন প্রস্তাব তুলে ধরে লিখিতভাবে আবেদনও জমা দেওয়া হয়েছে।'

''শহিদ দিবসের'' পালটা 'প্রহসন দিবস', বিজেপির নয়া কর্মসূচি ঘোষণা দিলীপের

কলকাতা, ২০ জুলাই (হি. স.):করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। কিন্তু এরই মাঝে রাজ্য রাজনীতি তুঙ্গে। প্রতিবছরই ২১ জুলাই শহিদ দিবস পালন করে তৃণমূল। এই বছরে তার ব্যতিক্রম হবে না। তবে এই বছর ''শহিদ দিবস''কে পাল্টা দিতে উদ্যোগী বিজেপি। আগামীকাল রাজ্যজুড়ে 'প্রহসন দিবস' পালন করবে বিজেপি।

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এই প্রসঙ্গে রাজ্য সভাপতি বলেন, ''শহিদ দিবস পালনের অধিকার মুখ্যমন্ত্রী হারিয়েছেন। গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুরক্ষিত করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময়ে যে আন্দোলন করেছিলেন, ক্ষমতায় এসে তাঁর রাজ্যেই গণতন্ত্র লুঠ হচ্ছে। ১৯৯৩ সালে বাম জমানায় গুলিতে নিহত শহিদদের স্মরণে মুখ্যমন্ত্রী শহিদ দিবস পালন করেন।কিন্তু বর্তমানে রাজ্যে বিরোধীদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়েছে। এখন আর শহিদ দিবস পালন নয় এখন স্রেফ প্রহসনে পরিণত হয়েছে। তাই আগামীকাল বিজেপি রাজ্য জুড়ে 'প্রহসন দিবস' পালন করবে।

পরীক্ষায় কম নম্বর পেলে মনোবল বাড়ান, উৎসাহিত করবেন না

আর কে সিনহা

যেমনটা আশঙ্কা করা হয়েছিল, ঠিক তেমনটাই হচ্ছে। সিবিএসই দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতেই, অনেক জ্ঞানী মানুষ ময়দানে নেমে পড়েছে। এঁরা সেই সমস্ত জ্ঞানী, যাঁরা প্রতিবারের মতো বেশি নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থীদের উপলব্ধিকে কমিয়ে, তুলনামূলক কম নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থীদের সান্ত্বনা দিচ্ছে। বেশি নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রমে কার্যত জল ঢেলে দিয়ে বলছে, কারও পক্ষে ৯৮ অথবা ৯৯ শতাংশ নম্বর পাওয়া কীভাবে সম্ভব? এই বিষয়টি তাঁরা পুরোপুরি উপেক্ষা করছে যে, এই পরীক্ষাতেই হাজার হাজার পরীক্ষার্থী তো অনুত্তীর্ণ হয়েছে। অনেকে তো ৪০-৫০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। জ্ঞানী মানুষজন এটাও বলছে যে, যাঁরা পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আইআইটি, মেডিক্যাল অথবা আইএইএম-এ যাবে। কিন্তু, কেউ তো করোনার ওষুধ তৈরি করবে না অথবা বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য অর্থনীতির কোনও সূত্র খুঁজে বার করবে। এঁরা তো শুধুমাত্র কর্পোরেট হিসেবে বিপুল আয় করবে অথবা নিজেদের ক্লিনিক খুলে অর্থ উপার্জন করবে। বুঝতেই পারছি না এত নেতিবাচক চিন্তাভাবনা কেন তাঁদের মাথায় আসে? কর্পোরেটে ভালো চাকরি পাওয়া অথবা নিজস্ব ক্লিনিক খোলা কী অপরাধ হিসেবে গণ্য? ভারতের লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী কর্পোরেট দুনিয়ায় চাকরি করছেন। তাঁরা প্রতিবছর প্রচুর ট্যাক্সও দেন। তাঁরা কী কোনও খারাপ কাজ করছেন? এটা তো কেউ বলছে না যে, কম নম্বর পাওয়া অথবা অনুত্তীর্ণ হওয়া মানে জীবনের সমাপ্তি। জীবন আপনাকে প্রচুর সুযোগ দেয়। আপনার সামনে নতুন নতুন বিকল্প রয়েছে। কম নম্বর পাওয়াও অপরাধ নয়। জীবনে উন্নতির সম্ভাবনা সর্বদা রয়েছে, আপনিও উন্নতি করুন। আপনাকে কে আটকে রেখেছে?

এজন্যই পরীক্ষায় কম নম্বর আসে প্রস্তুতি ছাড়া অথবা কম প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিতে যাওয়া সঠিক নয়। অর্থাৎ যাঁরা কম নম্বর পেয়েছেন, তাঁরা পরীক্ষার জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নেননি। কম প্রস্তুতির জন্য সতর্ক করা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু, প্রসংশা করার অর্থ তাঁদের জীবন নষ্ট করে দেওয়া। এটা কাঁচের মতো পরিষ্কার। এবার তাঁদের চোখ খুলে যাওয়া উচিত। কম নম্বর পাওয়ার কারণে ভালো কলেজে কাঙ্খিত কোর্স তাঁরাই ভর্তি হতে পারবে না। কিন্তু যে সমস্ত জ্ঞানীরা মনে করেন বেশি নম্বর পাওয়া কোনও কৃতিত্বই নয়, তাঁদের চিন্তাভাবনা দেখে সত্যিই দুঃখ হয়। তাঁরা কী এটাও চাইছে যে, তাঁদের পরিবারের ছেলে-মেয়েরাও কম নম্বর আনুক? তাঁরা কী এটা চাইছে না নিজেদের পরিবারের কেউ অথবা বন্ধুদের মধ্যে কেউ সেরা হোক, কাউকে জ্ঞান দেওয়া খুব সহজ। এটা সঠিক যে প্রতিটি সন্তানই অনন্য হয়। তাঁদের মধ্যে উন্মাদনা বাড়াতে হবে এবং দুর্বলতা হ্রাস করতে হবে। এই প্রক্রিয়ার বিপরীতে শুধুমাত্র ব্যর্থতা রয়েছে। সমাজ ও পরিবারকে তাঁদের বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে হবে এবং উন্নতিতে সহায়তা করতে হবে। এজন্যই যাঁরা পরীক্ষায় কম নম্বর পেয়েছে অথবা অনুত্তীর্ণ হয়েছে তাঁদের নিকৃষ্ট বলে বিবেচনা করার দরকার নেই। এক্ষেত্রে অভিভাবকদেরও সহায়তা করতে হবে।

শিক্ষক ও অভিভাবকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

একটি বিষয় তো বুঝতেই হবে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য অথবা পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন। এমনি এমনি আপনি এগিয়ে যেতে পারবেন না। যদিও আমাকে বলতেই হবে, যে সমস্ত পড়ুয়ারা শীর্ষে পৌঁছে চায়, তাঁদের অগ্রগতিতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। কারণ দেখা যায় একটি স্কুলের অধিকাংশ পড়ুয়া বিজ্ঞান, আর্টস ও কমার্স বিভাগে ৯০ শতাংশ নম্বর অর্জন করছে। অপরদিকে বহু স্কুলের ফলাফল একেবারে ভিন্ন। দিল্লি, পাটনা, লখনউ, রাঁচি, দেহরাদুন-সহ কিছু শহরের স্কুলের বিষয়ে দাবি করে বলতে পারি, ওই সমস্ত স্কুলের ফলাফল সবচেয়ে ভালো হবে। এই কারণেই দাবি করতে পারছি, যেহেতু ওই সমস্ত স্কুলে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের জন্য খ্যাতি রয়েছে। আমিও দেহরাদুনের এমনই একটি স্কুলের অধ্যক্ষ। আমাদের একটি পড়ুয়া কমার্সে ৫০০-র মধ্যে ৪৯৭ নম্বর পেয়েছে। আরও বহু পড়ুয়া ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে। তা সত্ত্বেও, কম নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থীর জন্য সমগ্র স্কুলের গড় ছিল ৮৩ শতাংশ। পড়াশোনা তো একই রকম হয়েছে। তাহলে পার্থক্য কীভাবে হল? বিবেচনা করুন এবং উত্তর আপনি নিজেই পেয়ে যাবেন। যেখানে পড়ুয়াদের নম্বর কম এসেছে, সেখানকার শিক্ষকদের তা বিবেচনা করতে হবে। আপনি কী পড়ুয়াদের ভালোভাবে পড়াতে পারছেন? যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করেছে তাঁদের শিক্ষকদের পুরস্কৃত করা উচিত সরকারের। এছাড়াও শিক্ষকদের ক্লাস নেওয়া উচিত।

এরইমধ্যে উত্তর প্রদেশ বোর্ডের হাইস্কুল এবং ইন্টারমিডিয়েটের ফল বেরিয়েছে। একটি বিষয় ভীষণ উদ্বেগজনক। এবছর উত্তর প্রদেশে বোর্ডের পরীক্ষায় ৮ লক্ষ পরীক্ষার্থী হিন্দি বিষয়ে ফেল করেছে। হিন্দি ভাষী রাজ্যের নতুন প্রজন্ম কী কারণে হিন্দি থেকে এত দূরে চলে যাচ্ছে? বিশদে এ বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। এত খারাপ ফলাফলের জন্য এখন বলা হচ্ছে, উত্তর প্রদেশের হিন্দি পাঠ্যক্রম নাকি

ছয়ের পাতায় দেখুন

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সোপান

হরিগোপাল দেবনাথ

একশ ত্রিশ কোটি মানুষের দেশ এই ভারতবর্ষ। যতদূর জানা যায়, মোট জনসংখ্যার প্রায় এক -তৃতীয়াংশ লোকেরই দু'বেলা পেটভর খাবার মিলেনা। আর, এই অবস্থাটা ছিল ইদিনীংকালের লকডাউন জারী হবার আগেকার। লকডাউন চলাকালীন সময়ে, যারা দরিদ্র-শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত, বিপিএল ভুক্ত, নিম্ন আয় বা স্বল্প সীমিত আয় যাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র সম্বল— তাদের সকলেরই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দারুণভাবে ব্যহত হয়ে চলেছে। আর এরূপ অভাব অনটনের মধ্যেই যাদের জন্ম হয় এর ভেতর দিয়েই যারা অনাহারে অপুষ্ঠিতে অনাদারে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে, চির চরিত প্রথা অনুসারেই তারা মেনে নিতে বাধ্য হয় যে, ভাগ্যদোষেই ওদের জন্ম হয়েছে, গরিবের ঘরে আর দুঃখ কষ্টের ভোগটাও হচ্ছে একই কারণেই। বলা বাহুল্য যে এমন সব নিরীহ সরলপ্রাণ ও অসহায় মানুষদের মুখ বুজে সব হতাশা যাতনা শোষণ বঞ্চনা নির্বিবাদে চলছে বলেই পুঁজিপতি শোষক শ্রেণি ও তাদেরই মোসাহেব হয়ে যারা দেশের শাসন চালানোর ভার হস্তগত করে চলেছেন তারা বাড়তি সুযোগ সুবিধে লুফে নিতে পারছেন। এক কথায় বিত্তশালীদের ও সুবিধা ভোগীদের গণতন্ত্রে আসল 'গড়'-রাই বঞ্চিত থাকবেন ও শোষিত হবেন এটাই এযুগের পলিটিক্যাল সায়েন্সের আসল কথা।

দেশের গরিব-দুঃস্থদের কল্যানার্থে 'এন -রেগা' -স্কীম চালু করটাও পুঁজিবাদী গ্রুপেরই আরেক ছলনামাত্র। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে এই ছলনাটার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, ডাইনিং টেবিলে বাবু-গিন্নী উভয়েই খেতে বসেছেন লাঞ্চ করতে চব্য-চুষ্য-পেয় ইত্যাদি সহযোগে। তাড়িয়ে তাড়িয়ে দু'জনেই অস্বাদন করে চলেছেন আর চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে হাল্কারসিকতা রসও আস্বাদন করছেন। এমনি সময়ে বাড়ির পোষা বেড়াল 'মিউ' করে উঠতেই তার জন্যে রাখা মাছের আর দুধের বাটি দু'টো এগিয়ে দিতে বললেন ঝি-মেয়েটাকে। আবার গিন্নী হঠাৎ যেমন ঘুম ভেঙে সজাগ হলেন এই ভাব নিয়েই ঝি মেয়েটাকে হুকুম করলেন বাড়ির পোষা কুকুর ডায়মণ্ড-কে মাংসের পাত্রটা দিয়ে আসতে। ঠিক এমননি সময়ে ডাইনিং রূমটার জানালায় উঁকি দিলেন হাড়- জিরজিরে, ছেঁড়া ও নোংরা কাপড় পরা বৃদ্ধ মহিলা। অস্ফুট স্বরে আকুতি জানালেন---'বাবু, দু'দিন ধরে খাবার জুটে নি গো। যদি একটু খাবার দেন দয়াকরে তবে জানটা বাঁচে? বলামাত্রই মিসেস গিন্নী কড়া জবাব দিয়ে দিলেন—'যতস্ব আপদ এসে জোটে, খাওয়ার সময়ে। একটু যে আরম করে খাব তারও উপায় নেই। এখন খাওয়া টাওয়া জুটবেনা। বিদেয় হও'। বৃদ্ধা মহিলা তথাপি কাঁদো কাঁদো গলায় আকুতি জানালেন—'মা এ কী বলেছেন? আমি তো আর কোনদিনই আসিনি। এদিকেই প্রথম আজ এলাম। দিন না, খিদেয় কথাও বলতে পারছিনা। আপনারা তো কতই খান। কুকুর বেড়ালরাও আপনাদের বাড়িতে খাবার পায়। আমাকেও না হয়---''এইটুকু বলতেই এবার বাবুমশাই মুখ খুললেন। তিনি বৃদ্ধার দিকে চোখ রেখে বলে ওঠেন---'হ্যাঁ, তাইতো। এ মহিলারকে আমাদের কারখানার সামনে দিয়ে যেতে আসতে দেখা যায়। এ মুলুকে সে আসে না। ঝি-কে দেখে বলে দিলেন---'একে এক টুকুরো স্লাইজ দিয়ে দাও দেখো, এক টুকুরোই, এর বেশি নয়। এই হল আমাদের দেশের ''রেগা''। অর্থাৎ দুঃস্থ আর্তের মুখটা বন্ধ রাখতেই ছিঁটে -ফোঁটা ছুড়ে দেওয়া, যাতে ঘ্যান-ঘ্যানানি আর প্যান প্যালানি বন্ধ থাকে—নইলে যে বাবুলোকদের আরাম—আয়াসে ব্যাঘাত ঘটে যাবার সম্ভবনা দেখা দিতে পারে। কিন্তু, তথাপি এন রেগা নিয়ে কিছুই বলা যাবে না। কারণ ডানপান্থী আর বামপন্থী ও মধ্য পন্থীদেরও একই স্লোগান 'রেগা নাকি সাদাশয় সরকারের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত দরিদ্র কল্যাণের জান্যে। আবার 'রেগা' নিয়ে বলতে গেলে রেগা বেনিফিশারিরাও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবেন। কেননা তারা যে হাতে পেতে নগদে তাজা নোট হাতের মুঠোয় পেয়ে যান। উনুনে বসানো তাপ্ত খালি কড়াইতে দুয়েক ফোঁটা জল পড়ামাত্র জলবিন্দুর যে পরিণতি ঘটতে দেখা যায়, আমাদের এই পোড়া দেশটার বুভুক্ষু মানুষদেরই মানসিক অবস্থা অনেকটাই সেই তাপ্ত কড়াইরমত। কাজেই দীর্ঘকাল ধরে প্রত্যাশাগ্রস্ত শূন্য হাতে রেগার সুবাদে যে কয়েকটা নোট আশে, তা সেই সব ভক্ত ভোগীদের জীবনে হাতে নোটের বদলে নীলাকালে পূর্ণচন্দ্র পাবারই মত হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় 'রেগা' নিয়ে সামালোচনা বা কোনরূপ বিরূপ বা বিদ্রূপ মন্তব্য কারোরই মনোগ্রাহী হয়ে উঠতে পারে না। অথচ বিশ্লেষনে দেখা গেছে- ওই রেগা হচ্ছে বুভুক্ষু ও ক্ষর্ধাত মানুষকে দূর থেকে ছুঁড়ে দেওয়া সামান্য ভিক্ষার সামিল, এটা পুঁজিবাদীদেরই একটা ছলনাবিশেষ , সার দ্বারা ওরা জন রোষেকে চাপা দেবার প্রয়াস নেয় মাত্র, এই অনুদানের মাধ্যমে অসহায় মানুষদের মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তিকেই প্রকারন্তরে চাগিয়ে দেওয়া হয় ও অপর দিকে মানুষের কর্মশক্তি নষ্ট করে দিয়ে পুঙ্গ বানানৌ হয়, রেগা প্রকল্পের মাধ্যমে যে অর্থব্যয় করা হয়, সেটা নিছকই অনুৎপাদক ও অপরিকল্পিত ব্যয় বলে এই ব্যয়কে সরকার অর্থের অপচয়ও বলা যেতে পারে। তবে এই দোষ কাটানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে পরিকল্পনা ভিত্তিক প্রকল্প নিয়ে শ্রমিক নিয়োগ করা ও অর্থব্যয় ঘটানো।

একশ' ত্রিশ কোটি মানুষের এই দেশে প্রায় এাট কোটির কিঞ্চিৎ কম বা বেশি হবেন— শিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষিত, কর্মক্ষম ও কর্মোৎসাহী তরুণ তরুণী বেকারগণ। উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলেই এই বেকাররের সংখ্যা দিনে দিনে এক দিকে হ্রাস পেতে থাকে কিছু সংখ্যক বয়সোত্তীর্ণ হয়ে যান বলে, আবার অপরদিকে সংখ্যবৃদ্ধিও ঘটবে তাকে নতুন বেকারগণ। নাম তালিকাভুক্ত হবার সালে সাথেই। আর ফি-বছরই স্কুল, কলেজ, য়ুমিবার্সিটির ছাত্র ছাত্রদের (ছাত্রা-শব্দটিই ব্যাকরণ গত বিচারে শুদ্ধ হবে) ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল বেরোবার পর মুহূর্তেই জেলায় জেলায় শ্রম বিনিয়োগ কেন্দ্রে বেকার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার জন্যে লম্বা লাইন দাঁড়িয়ে যায়। আর সম্ভবতঃ শ্রম-বিনিয়োগ কেন্দ্র গুলোর কর্মকর্তাগণ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বিড়বিড় করে নাম জপাতে থাকেন ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এতরী। আসলে তরী ছোট নয়, একেবারেই তাতে অচলাবস্থা দেখা দেওয়া অকেজো হয়ে পড়েছে—এর ওপর আর ভরসা করা যায় না। তাই, আমলা অফিসাররা রীতিমত গলদ্ঘর্ম হতে থাকেন পাবলিক ডিম্যান্ড পূরণ করতে পারছেন না বলে; আবার ওদিকে মন্ত্রী এমপি এমএলএ-দের ভোট পকেটগুলো যাতে খারিজ না হয়ে যায়,সেজানে তাদের হয়ে মিথা প্রতিশ্রুতি আর প্রলোভনকে ললিপপ বা নিয়ে বরশীতে-গাঁথা মাছ খেলাবার মতই নাটকাভিনয় জারী রাখতে হচ্ছে। এটাই আজকাল গণতন্ত্রের মালী-ডুলিদের রোজনামচা হয়ে দাঁড়িয়েছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। তো এই যে ভয়াবহ পরিস্থিতি এর আপাত ফল বেকারত্ব বৃদ্ধি আর অন্তিম ফল মানব সমাজের তথা দেশ, রাজ্য বা রাষ্ট্রের মানবসম্পদের, মানব-প্রতিভা ও মনীষার সামূহিক অনুপযোগ, আর, মানব-সম্পদের অনুপযোগ, অপচয়, অবমাননা ও বিনষ্টি সাধনের ধাক্কা গিয়ে লাগছে গোটা মানবদেহে। জাকেই দ্বিধাহীন কণ্ঠে সদর্পে বুক ফুলিয়ে প্রতিটি বিবেকবান ও বুদ্ধিমান মানুষকেই আজ ভাবতে হচ্ছে নতুন করে। প্রতি পাঁচ বছর পরে, পুঁজিপতিদের টাকা এনে টাকার মাধ্যমে ডিজিটাল মিডিয়াকে যথেষ্টভাবে কাজ লাগিয়ে প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে উলেটা পাল্টা প্রতিশ্রুতি দিয়ে, বেকারদের চাকুরিদেবার প্রলোভন দেখিয়ে বড় বড় বুলি কপচে ছাপোষা বুভুক্ষু জনতাকে লাগিয়ে ভোটের জোর শাসনের অধিকার নেওয়া---একটা ট্র্যাডিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে তার পর ক্ষমতায় পৌঁছে যাওয়াটাই পলিটিশিয়ানদের মূল লক্ষ্য থাকে বলেই এবার বাজেটে রকমারি রকমারি ভানুমতীর খেইল দেখলেন দ্বিতীয় কারসাজি। এবার শাসকদলের মর্জিমত প্রশাসন চালিয়ে পুঁজি মালিকদের সঙ্গে গোপন আঁতাতের মাধ্যমে একটার পর একটা ল্যাংমারামারি শুরু হয়ে যায়। আর সবটার মূলে থাকে মোমক্ষ উদ্দেশ্য কী করে ঋণদাতা, মূলধর্ম যোগানদার আর গদী দখলের উপদেষ্টা গণ সেই বিত্তমালিকদের ভাণ্ডারকে কীভাবে ব্যাংকে ফুলীয়ে হাতী বা নানোর মত করে কুবেরের ভাণ্ডার বানিয়ে দেওয়া যায়। এই খেলা আজ ভাঙতেই হবে। আবার নতুনভাবেই অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলতে হবে। অবশ্য, একদিকে এই ভেঙে ফেলা আর অপরদিকে নতুন ছাঁচে গড়ে তোলা —এ দুয়ের মাঝখানে কিছু সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দেখা দিতেও পারে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে জননীকে প্রসব ব্যথা সহ্য করতেই হবে ও সন্তান জন্ম দেবার মুহূর্তে রক্তও ঝরবে—এটাই স্বাভাবিক। পৃথিবীতে যখন ও যেখানেই কিছু না কিছু সদর্থক পরিবর্তন ঘটেছে, এদের প্রত্যেকটিরই পেছনের ইতিহাস বেদনাক্লিষ্ট ও রক্তরাঙা। নতুনকে বরণ করতে হয় পুরাতনের বর্জনের ভেতর দিয়ে। তাই দেশের আপামর দারিদ্র্য ক্লিষ্ট, বঞ্চিত, হতাশাগ্রস্ত শোষিত ও নির্যাতিতদের অবশ্যই শক্তিসঞ্চয় করতে হবে। শক্তি সঞ্চয় হওয়া সম্ভব একতার বন্ধনে, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার লব্ধ ফল রূপে, দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করার উপহার প্রাপ্তির মাধ্যমে এ প্রসঙ্গে বলতে হচ্ছে সামাজিক---অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে কয়েকটি কথা। আজকের দুনিয়ায় পুঁজিবাদের একচেটিয়া রমরমা চলছে। এই পুঁজিবাদ ঠেকাতে গিয়েই একদিন রচিত হয়েছিল মাক্সবাদ। কিন্তু মাক্সবাদ তথা সাম্যবাদ পুঁজিবাদের প্রতি জনগণকে কিছুদূর মবিলাইজ করার পরই দেখা গেল যে ভোগবাদের খপ্পরে পড়ে গিয়ে সেও পুঁজিবাদের মতই ভোগ বাদ ও জড়বাদ ভিত্তিক চিন্তাধারা। মাক্সবাদ এক অপূর্ণ ও ভ্রান্ত দর্শন হওয়ায় সে অকাল মৃত্যুর গহ্বরে চলে গেছে। ফলে পুঁজিবাদ এখন আরো শক্তিশালী এক শোষণ ক্রিয়ারই নামন্তর।

সুতরাং সামাজকে বা দেশ বা রাষ্ট্রকে উন্নয়নের পথ দেখাতে হলে সর্বাগ্রে এই বস্তাপাঁচা ও মানবতা বিরোধী পুঁজিবাদ আর মাক্সবাদ---উভয়কেই ঢাকী সহ বিসর্জন দিতে হবে ও নতুন সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক দর্শনের অনুসন্ধান চালাতে হবে। তাই মুখে গলতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বুলি আউড়ে আর কার্যক্ষেত্রে পুঁজিবাদের পুচ্ছলেইন করলে এর দ্বারা সমাজ ব্যবস্থাকে আরো অন্ধকারেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে--- জনসাধরাণকেও বড় রকমের প্রতারণার শিকার পরিণত করা হচ্ছে। প্রাইভেটাজাইশেন বা বেসরকারীকরণ সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী চক্রান্ত। আর এ সত্যটা বোজেন না, এমন লোকের সংখ্যা অতি নগণ্য বলাই বাহুল্য। আরেকটা কথা অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করতে হলে, প্রয়োজন বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতির প্রয়োগ ও ব্লক ভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আর সু-সামঞ্জসপূর্ণ অর্থনীতির উপযোগ গ্রহণ।

সোমবারের বৃষ্টি ভেজা সকাল। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশ করোনার ভ্যাকসিন বিনামূল্যে এবং সবার আগে পাবে: স্বাস্থ্যসচিব মান্নান

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২০।।বিশ্বে করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিস্কৃত হলে বাংলাদেশ তা সবার আগে এবং বিনামূল্যে পাবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. আব্দুল মান্নান। সোমবার সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনলাইনে 'জাতীয় টেকনিক্যাল পরামর্শক কমিটি'র এক বিশেষ সভায় সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

স্বাস্থ্যসচিব বলেন, 'বিশ্বে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলে সবার আগে তা বাংলাদেশে আসবে। যুক্তরাজ্য, চীনসহ অনেক দেশই ভ্যাকসিন আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। বিশ্বের যেসব দেশের মাথাপিছু আয় চার হাজার ডলারের নীচে সেসব দেশ এই ভ্যাকসিন বিনামূল্যে পাবে।' 'যেহেতু বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় দুই হাজার মার্কিন ডলারের কাছাকাছি সুতরাং বাংলাদেশে এই ভ্যাকসিন বিনামূল্যেই পেয়ে যাবে,' যোগ করেন তিনি।

স্বাস্থ্যসচিব আরও বলেন, 'ভ্যাকসিন দেশে এলে দেশের অন্তত ৮০ শতাংশ মানুষকে ক্রমান্বয়ে বিতরণের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। একই সাথে ভ্যাকসিন আনার প্রক্রিয়া ও বিতরণের জন্যও সরকার যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।'

সভায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কোনো ধরণের সমন্বয়হীনতা নেই। আমরা সবাই এখন একযোগে দেশ সেবার কাজ করে যাচ্ছি।'

বিএসএমএমইউ এর উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া বলেন, 'দেশে বর্তমানে করোনা টেস্টের সংখ্যা কমে গেছে। করোনা মোকাবিলা করতে পরীক্ষা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।'

স্বাচিপ সভাপতি অধ্যাপক ডা. ইকবাল আর্সেলান বলেন, 'কভিড হাসপাতালে অনেক সংখ্যক বেড খালি পড়ে রয়েছে। রোগীরা কেন ভর্তি হচ্ছে না সে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে।'

কমিটির সদস্য সচিব মীরজাদি সাব্রিনা ফ্লোরা জানান, আক্রান্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার সাথে সাথেই তাকে পরিবার থেকে আলাদা করে হাসপাতালে আইসোলেশনে রাখা গেলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এতে কম আক্রান্ত হবেন।

বিএমএ সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহীউদ্দিন সিএমএসডি'র পরিচালক ও অন্যান্য মহাপরিচালক পদে কোনো চিকিৎসক কর্মকর্তা রাখা প্রসঙ্গে তার মতামত ব্যক্ত করেন। একই সাথে তিনি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা আরো শক্ত অবস্থান থাকবে বলে তার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

বিএসএমএমইউ'র সাবেক উপাচার্য ও নাক-কান-গলা রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত জানান, হাসপাতালগুলোতে নন-কোভিড রোগীদের সেবা দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। দেশের উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রশাসন বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, স্কাউটস ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে শক্তিশালী টিম গঠন করতে হবে।

সভায় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহবেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন। টেস্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করা, বিমান বন্দরে কাস্টমসে জরুরি চিকিৎসা সামগ্রী প্রবেশে শুল্ক ব্যবস্থা শিথিল করা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে একজন জরুরি ফোকাল পয়েন্ট রাখা এবং সিএমএইচডি'তে জরুরি কাজের সহজ ম্যাকানিজম তৈরির ব্যাপারে পরামর্শ দেন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

সভায় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব সকল বক্তাদের কথা শোনেন এবং সভাপতির বক্তব্যে কমিটির সকলকে আশ্বস্ত করেন যাতে তারা নতুন উদ্যোমে দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে দেশের পাশে থাকেন এবং নিয়মিত পরামর্শ প্রদান করেন।

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের পেশাগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গণমাধ্যম মালিক ও সম্পাদকদের প্রতি আহ্বান

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২০।।কোভিড-১৯ মহামারিকালে সাংবাদিকদের পেশাগত সুরক্ষা ও বেতন-ভাতা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি খাত এবং গণমাধ্যম মালিক ও সম্পাদকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সাংবাদিকরা।

সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য ৬০ জন শিক্ষক এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের ১৬ জন সাংবাদিক বিবৃতিটিতে স্বাক্ষর করেছেন। বিবৃতিদানকারীদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক ড় সাখাওয়াত আলী খান, অধ্যাপক ড় গোলাম রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড় আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রমুখ। সাংবাদিক নাদিম কাদির, সুকান্ত গুপ্ত অলোক, জ ঈ মামুন, অশোক চৌধুরী, নজরুল ইসলাম মিঠু, মুন্নি সাহা, সাইফুল ইসলামসহ বেশ কয়েকজন সাংবাদিক যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'কোভিড-১৯ গোটা বিশ্বকে একটি নজিরবিহীন বহুমুখী সংকট ও অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক ও প্রতিটি খাত এ সংকটের মুখোমুখি। করোনাভাইরাস মানুষের জীবনকে কত ধরনের বিপদের মুখে ফেলেছে ও ফেলছে তা আমরা সবাই জানি। এমন অনিশ্চিত মহাসংকটে যার যতটুকু সামর্থ্য আছে তা নিয়েই সবার পাশে সবাই দাঁড়াবে, সহযোগিতার হাত বাড়াবে, টিকে থাকতে শক্তি ও সাহস যোগাবে- এটাই মানব সমাজের ধর্ম এবং সব মানুষের কাছে প্রত্যাশিত।'

'কোভিড-১৯ মোকাবিলার জন্য মার্চ মাসের শেষে সাধারণ ছুটি ঘোষিত হওয়ার এক মাসের মাথায় অনেক সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেলের মালিক/কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের ঈদের বোনাস না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে কোনো কোনো গণমাধ্যম বেতন কমানোসহ বিনা বেতনে সাংবাদিকদের বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো এমনকি বিপুল সংখ্যক সংবাদকর্মীকে চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা করছে,' বলা হয় বিবৃতিতে। প্রতিকূল বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে সংবাদপত্র, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলসহ সব গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিক ও সম্পাদকের উদ্দেশে বিবৃতিতে বলা হয়, 'আপনাদের প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ না করে, সংবাদকর্মী ছাঁটাই না করে, কারও বেতন ভাতা না কমিয়ে কীভাবে এ মহাসংকটে সবাইকে সঙ্গে রেখে প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব সেই উপায় ও কৌশল আপনারা সম্মিলিতভাবে বের করুন। নিজেদের ঐক্যবদ্ধ চিন্তাশক্তি, সৃজনশীল উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও আর্থিক সক্ষমতাকে কাজে লাগালে, আমাদের বিশ্বাস, কাউকে বাদ না দিয়েও এ কঠিন সময়ে আপনারা জয়ী হবেন। সংবাদকর্মী ছাঁটাই ও চাকরি থেকে অব্যাহতি আর্থিক সংকট মোকাবিলার সাধারণ পন্থা। আধুনিক চিন্তাচেতনা ও প্রযুক্তির এ সময়কালে ছাঁটাইয়ের মতো পুরনো কৌশলের আশ্রয় না নিয়ে কী করে সব সংবাদকর্মীর জীবন-জীবিকাকে নিশ্চিত রেখে আপনাদের প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করা যায় সেই ভাবনা এখন জরুরি।'

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজে শক্তিশালী স্বাধীন গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা অপরিহার্য উল্লেখ করে এতে আরও বলা হয়, 'সাংবাদিকতা, গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের জীবন সুরক্ষায় সরকারি, বেসরকারি উভয় খাতেরই দায়িত্বশীল ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসা এ মহাসংকটে আরও জরুরি।'

'আমাদের এ আহ্বানের একটাই উদ্দেশ্য- এ সংকটকালে যেন একজন সংবাদকর্মীও বেকার না হন। আপনারা সবাই সামান্য ত্যাগ স্বীকার করে হলেও প্রত্যেক সংবাদকর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবন, জীবিকা এবং সুস্থভাবে বেঁচে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত রাখবেন,' এ আবেদন জানান শিক্ষাবিদ ও পেশাজীবী সাংবাদিকরা।

করোনা সংক্রমন বিস্তার রোধে সবাইকে একেযোগে কাজ করতে হবে ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২০।।আসন্ন ঈদুল আযহাকে কেন্দ্র করে করোনার সংক্রমণ বিস্তার রোধে এবং জনগণকে সুরক্ষা দিতে দায়িত্বশীল সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

সোমবার বনানীস্থ বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) এর প্রধান কার্যালয়ে আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষে সড়ক-মহাসড়কে যাত্রী সাধারণের যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করতে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত সভায় নিজ বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে তিনি এই আহ্বান জানান।

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'এটি ধর্মীয় উৎসব হওয়ায় সামাজিক ও ধর্মীয় বাস্তবতায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিআরটিএ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও পরিবহন-সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঈদ যাত্রায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে করোনা সংক্রমণ আশংকা রোধে কাজ করতে হবে।' সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধি, টার্মিনাল প্রতিনিধি, বিআরটিএ, সিটি করপোরেশনসহ সব অংশীজনদের নিয়ে যাত্রীদের স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, মহাসড়কে ফিটনেসবিহীন যানবাহনে কোরবানির পশু পরিবহন বন্ধ করতে হবে এবং তা উৎসমুখেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ঈদের তিন দিন আগে থেকে পণ্যবাহী ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে জরুরি সার্ভিস ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিবহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবে। যাত্রাপথে জ্বালানি সংগ্রহ ও জরুরি প্রয়োজন ছাড়া গাড়ি থামানো যাবে না। সড়ক ও মহাসড়কের ওপর এবং পাশে কোনোভাবেই পশুরহাট

বাংলাদেশে করোনা পরীক্ষায় শনাক্তের হার কমেছে, বেড়েছে সুস্থতা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২০।।বাংলাদেশে করোনাভাইরাস শনাক্তের ১৩৫তম দিনে পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার কমেছে এবং বেড়েছে সুস্থতা। গত ২৪ ঘন্টায় ১৩ হাজার ৩৬২ জনের নমুনা পরীক্ষায় ২ হাজার ৯২৮ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকাল ১০ হাজার ৬২৫ জনের নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত হয়েছিলেন ২ হাজার ৪৫৯ জন। গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার ২১ দশমিক ৯১ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২৩ দশমিক ১৪ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ শনাক্তের হার ১ দশমিক ২৩ শতাংশ কম। দেশে এ পর্যন্ত মোট ১০ লাখ ৪১ হাজার ৬৬১ জনের নমুনা পরীক্ষায় ২ লাখ ৭ হাজার ৪৫৩ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। মোট পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার ১৯ দশমিক ৯২ শতাংশ।

সোমবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান। অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, দেশে গত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৫০ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। আর সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৯১৪ জন। গতকালের চেয়ে আজ ১৩ জন বেশি মৃত্যুবরণ করেছেন।গতকাল ৩৭ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এখন পর্যন্ত দেশে এ ভাইরাসে মৃত্যুবরণ করেছেন ২ হাজার ৬৬৮ জন। তিনি জানান, করোনা শনাক্তের বিবেচনায় আজ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৯ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ১ দশমিক ২৮ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ মৃত্যুর হার দশমিক ০১ শতাংশ বেশি।

অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় হাসপাতাল এবং বাসায় মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৯২৪ জন। গতকালের চেয়ে আজ ৩৬৮ জন বেশি সুস্থ হয়েছেন। গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ১ হাজার ৫৪৬ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ১৩ হাজার ৫৫৬ জন। তিনি জানান, আজ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৪ দশমিক ৭৪ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ৫৪ দশমিক ৫৯ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ সুস্থতার হার দশমিক ১৫ শতাংশ বেশি।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৩ হাজার ৩২৯ জনের। আগের দিন সংগ্রহ করা হয়েছিল ১০ হাজার ৯৩৫ জনের। গতকালের চেয়ে আজ ২ হাজার ৩৯৪টি নমুনা বেশি সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের ৮০টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৩ হাজার ৩৬২ জনের। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১০ হাজার ৬২৫ জনের। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ২ হাজার ৭৩৭টি বেশি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুবরণকারী ৫০ জনের মধ্যে ৩৫ জন পুরুষ ও নারী ১৫ জন। এদের মধ্যে হাসপাতালে ৪২ জন ও বাড়িতে মারা গেছেন ৮ জন। এখন পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে পুরুষ ২ হাজার ১০৪ জন; ৭৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ এবং নারী ৫৬৪ জন; ২১ দশমিক ১৪ শতাংশ।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে এসেছেন ৮২৩ জন ও আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৮০২ জন। এ পর্যন্ত আইসোলেশনে এসেছেন ৪২ হাজার ৯৭০ জন। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ১৮ হাজার ৬১২ জন। তিনি জানান, প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টিন মিলে ২৪ ঘণ্টায় কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে ২ হাজার ৪৮৪ জনকে। এখন পর্যন্ত ৪ লাখ ১২ হাজার ৪৮১ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৯০৬ জন এবং এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ৫৩ হাজার ১৪৯ জন ছাড় পেয়েছেন। বর্তমানে কোয়ারেন্টিনে আছেন ৫৯ হাজার ৪৩২ জন।

বুলেটিন উপস্থাপনের শুরুতে চট্টগ্রাম বিভাগে সেবা প্রদানকারী করোনা হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানগুলোয় সহযোগিতা করায় এস আলম গ্রুপ, ইস্পাহানি গ্রুপ, আবুল খায়ের গ্রুপ ও ভাষাবিদ এম এ ওয়াদুদ মেমোরিয়াল ট্রাস্টকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

ছাত্রীর সাথে অশালীন আচরণ কালাইনের স্কুল শিক্ষককে গণধলাই দিয়ে পুলিশে সমঝে দিলেন উত্তেজিত জনতা

কালাইন (অসম), ২০ জুলাই (হি.স.) : দশম শ্রেণির জনৈক নাবালিকা ছাত্রীকে প্রাইভেট পড়াতে বসিয়ে নিজের বাড়িতে তার সাথে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন কালাইন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের সায়েন্স শিক্ষক। ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে সংঘবদ্ধভাবে উত্তেজিত জনতা হামলা চালিয়েছেন শিক্ষক কৌশিক নাথের বাড়িতে। অভিযুক্ত শিক্ষককে গণধলাই দিয়ে পুলিশের হাতে সমজে দিয়েছেন উত্তেজিত জনতা।

সোমবার ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে দক্ষিণ দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার কাটিগড়ায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার সমগ্র কাটিগড়ায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, অন্যান্য দিনের মতো সহপাঠীদের সঙ্গে আজ সকালে প্রাইভেট টিউশনের জন্য শিক্ষক কৌশিক নাথের ব্রাহ্মণগ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল কালাইন চা-বাগানের জনৈক ছাত্রী। প্রাইভেট পড়ানোর সুযোগে অন্য একটি রুমে মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে কুকর্ম চরিতার্থ করেছেন বলে অভিযোগ মেয়েটির। টিউশন শেষে বাড়িতে গিয়ে মা বাবার কাছে মেয়েটি বিষয়টি খোলসা করলে বিপত্তির সৃষ্টি হয়।

সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের চা-বাগানের মানুষ জমায়েত হয়ে প্রতিবাদে শিক্ষকের বাড়ি ঘেরাও করেন। অভিযুক্ত কৌশিক নাথ তখন স্কুলে ছিলেন। বাড়িতে গণ্ডগোলের খবর পেয়ে হাজির হতেই শুরু হয় গণধলাই। উত্তেজিত জনতার কিল ঘুষি লাথি চড়ের চোটে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে কৌশিক নাথের অবস্থা। এক সময় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছে কালাইন ফাঁড়ির পুলিশ দল। সময় মতো পুলিশ পৌঁছে যাওয়ায় প্রাণ রক্ষা হয় শিক্ষক নাথের। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে কৌশিক নাথকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে সোজা কাটিগড়া থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। অভিযুক্ত শিক্ষকের কঠোর শাস্তির দাবিতে পুলিশের গাড়ির পেছন ধরে দলে দলে থানায় গিয়ে জড়ো হন উত্তেজিত জনতা।

ধর্ষণের শিকার মেয়েটির বাবা রথু তাঁতি শিক্ষক কৌশিক নাথের বিরদ্ধে তাঁর মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেছেন কাটিগড়া থানায়। এ খবর লেখা পর্যন্ত অভিযুক্ত শিক্ষক কৌশিক নাথ কাটিগড়া পুলিশ থানার লকআপে রয়েছেন। এদিকে, পুলিশ মেয়েটিকে মেডিক্যাল পরীক্ষা করিয়ে শিলচর চাইল্ড হোমে পাঠিয়ে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, কালাইন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের একাধিক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের ওপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা নতুন নয়।

এছাড়া এক শিক্ষক অপর শিক্ষকের স্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্কের ঘটনায় বিগত দিনেও সরগরম হয়ে উঠেছিল এলাকা। জনৈক শিক্ষিকার বিরুদ্ধেও রয়েছে একই অভিযোগ। বছর কয়েক আগে ওই স্কুলের অপর এক সায়েন্স শিক্ষক স্কুলের মধ্যেই নবম শ্রেণির ছাত্রীর সঙ্গে যৌনতায় লিপ্ত হওয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। এভাবে কালাইন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষকদের ভারসাম্যহীন আচরণে অভিভাবক মহলে তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করছে। ওই স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের ভরতি করতে চরম দুশ্চিন্তা তাড়া করছে অভিভাবকদের।

এদিকে এই ঘটনাকে নেহাত পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করছেন শিক্ষকের নিকটাত্মীয়রা। শিক্ষক কৌশিক নাথকে ফাঁসাতে চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে দাবি করছেন তাঁর পরিবারের লোকজন।

সোমবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা কাটিগড়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

অসমে মোট ৮৬৯ জন পুলিশকর্মী করোনা সংক্রমিত, সুস্থ ৪৮৪ জন

গুয়াহাটি, ২০ জুলাই (হি.স.) : অসমে মোট ৮৬৯ জন পুলিশ কর্মীর শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। তার মধ্যে ৪৮৪ জন সুস্থ হয়েছেন। কোভিড ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে অসম পুলিশের হাবিলদার হরেশ্বর নাথের মৃত্যু ঘটেছে। তবে ইতিমধ্যে করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ হয়ে ৫০ জন পুলিশ কর্মী পুনরায় কাজে যোগদান করেছেন। রবিবার মধ্য রাতের তথ্য দিয়ে অসম রাজ্য পুলিশের অফিশিয়াল ট্যুইটারে এই খবর জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত অসমে এখন পর্যন্ত সর্বমোট ২৩,৯৯৯ জন আক্রান্তের মধ্যে ১৬, ০২৩ জন ব্যক্তি করোনা সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে রাজ্যে করোনা পজিটিভ আক্রান্তের সংখ্যা হল ৭৯১৬ জন। অন্যদিকে শুধুমাত্র রবিবার রাজ্যে করোনা ভাইরাসের আক্রমণে চার ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তিরা হলেন কামরূপ জেলার প্রমোদচন্দ্র শর্মা (৬২) এবং বীনাপাণি দাস (৭৮), কাছাড়ের আসাম রাইফেলসের জওয়ান এসকে ওয়াগলে (৪৬), তিনসুকিয়ার প্রশান্ত শইকিয়া (৭৪)। এই চার মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে অসমে করোনায় মোট ৫৮ জনের মৃত্যু ঘটেছে।

এমএফআইকে আমানত গ্রহণের অনুমতি দিন ভারতের প্রতি নোবেল বিজয়ী ইউনূস

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২০।।ভারতের ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো (এমএফআই) যেন জনগণের আমানত জমা রাখতে পারে, তার অনুমতি দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন নোবেল বিজয়ী ড় মুহাম্মদ ইউনূস। রোববার রাতে 'প্যানআইআইটি গ্লোবাল ই-কনক্লেভ' শীর্ষক সম্মেলনে বক্তৃতায় তিনি এ পরামর্শ দেন বলে জানিয়েছেন গনমাধ্যম।

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড় ইউনূস বলেন, বর্তমানে মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট (এমএফআই) গুলোকে অর্থের জন্য ব্যাংকের কাছে যেতে হয়। ভারত সরকারের কাছে আমার আবেদন, এমএফআইগুলোকে জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হোক। তিনি বলেন, ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক (আরবিআই) কিছু স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক খোলার অনুমতি দিয়েছে, যারা আমানত রাখতে পারে।

'বিনিয়োগ হচ্ছে অর্থনীতির অক্সিজেন। ব্যাংকিং ব্যবস্থা দরিদ্রদের ঋণ দিতে আগ্রহী নয়। আর তাই তাদের জন্য একটি বিকল্প ব্যাংকিং ব্যবস্থা তৈরি করা উচিত,' বলেন ড় ইউনূস। তিনি বলেন, যেহেতু এমএফআই মানুষের কাছ থেকে আমানত নিতে পারে না তাই ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক (সিআইডিবিআই) এবং জাতীয় কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন ব্যাংক (নাবার্ড) এর কাছ থেকে ঋণ নেয়। সুবিধাভোগীদের জন্য এর বোঝা অনেক ভারী হয়ে যায়। উজ্জীবন ও জানার মতো বেশ কয়েকটি ভারতীয় এমএফআই, আরবিআই এর নিবন্ধিত হয়ে এখন ছোট ফাইনান্স ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়েছে। এমএফআইগুলো 'লোন শার্ক' হয়ে উঠতে পারে এমন উদ্বেগের জবাবে ড় ইউনূস বলেন, এই খাতকে 'সামাজিক ব্যবসা' হিসাবে সংজ্ঞায়িত এবং শূন্য লভ্যাংশ প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত।

ফের রেকর্ড সংক্রমণ, ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ২,২৮২ জন

কলকাতা, ২০ জুলাই (হি স): ক্রমাগত বাড়ছে আতঙ্ক। করোনা আতঙ্কে চিন্তার শেষ নেই শহরবাসীর। এরই মাঝে ফের রেকর্ড সংক্রমণ রাজ্যে। গত ২৪ ঘন্টায় করেনা আক্রান্ত ২,২৮২ সোমবার স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিনে এমনটাই জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনের মাধ্যমে আরও জানা যাচ্ছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হলেন ২,২৮২ জন। ফলে রাজ্যে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪৪ হাজার ৭৬৯ জন। এখনও পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট ২৬,৪১৮ জন। সংক্রমিতের নিরিখে এখনও পর্যন্ত ৫৯.০১ শতাংশ মানুষ করোনাকে হারিয়ে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছেন। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৩৫ জনের।

সোমবার লেইক চৌমুহনী বাজার সেনিটাইজ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

কুকুরের কামড় খেয়ে হাসপাতালে রণবীর

'রকস্টার', 'বরফি', 'ইয়ে জাওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি'খ্যাত বলিউড তারকা রণবীর কাপুরের পোষ্য প্রেমের কথা কমবেশি সবাই জানে। এই বলিউড সুপারস্টারের বাসায় একাধিক কুকুর ও বিড়াল আছে। হরহামেশাই রণবীর তাঁর প্রিয় পোষ্যর সঙ্গে নানান ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেন। তবে এই পোষ্যদের মধ্যে একটি কুকুরের হামলায় আহত হয়েছেন রণবীর।খবর অনুযায়ী রণবীরের একটা পোষ্য কুকুর নাকি তাঁর ওপর হামলা করে। কুকুর এই বলিউড নায়কের মুখের ওপর হামলা করেছে বলে শোনা যাচ্ছে। তাই রণবীরের মুখে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, ক্ষত বেশ গভীর।

তাই রণবীরকে তড়িঘড়ি করে হাসপাতালে ছুটতে হয়েছে। যেহেতু মুখে আঘাত লেগেছে, তাই কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি তিনি। দেরি না করে তখনই হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েছেন রণবীর।এর আগে আলিয়া ভাটকে দেখা গেছে রণবীরের পোষা কুকুর লিয়োনের সঙ্গে খেলা করতে।

রণবীরের মতো আলিয়াও পোষ্য খুব ভালোবাসেন। রণবীরের সব কটি কুকুর-বিড়ালের সঙ্গে ভাব আলিয়ার। প্রিয় কুকুর ও বিড়ালগুলোর সঙ্গে আলিয়ার নানান মজার মজার মুহূর্তের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায়শই দেখা যায়।রণবীর কাপুর। রণবীরকে শেষবার পর্দায় দেখা গেছে রাজকুমার হিরানি পরিচালিত 'সঞ্জু' ছবিতে। এই ছবি বক্স অফিসে দুর্দান্ত ব্যবসা করেছে। তাঁর অভিনীত 'ব্রহ্মাস্ত্র' মুক্তির অপেক্ষায়।

এই ছবিতে প্রথম রণবীর-আলিয়ার জুটি দেখা যাবে। আয়ান মুখার্জি পরিচালিত এই ছবিতে অমিতাভ বচ্চন, নাগার্জুন ও মৌনি রায়ও অভিনয় করেছেন।

নিজের সেরা নাচের গল্প শোনালেন মাধুরী

বয়সের হিসাবে তিন বছর আগে হাফ সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। তাতে কী? এটা তো তাঁর কাছে নিছক একটা সংখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর হাসি, চোখের তারার ভাষা, নাচের মুদ্রা আর অভিনয়ের গুণে মুগ্ধ অগণিত ভক্ত। ৭০টির বেশি ছবিতে দেখা দিয়েছেন তিনি। বলিউডের অসংখ্য আইকনিক গান জীবন্ত হয়েছে তাঁর নাচে। তিনি মাধুরী দীক্ষিত। সম্প্রতি নিজের ফেলে আসা দিন, সন্তান, সংসার আর 'ড্যান্স উইথ মাধুরী' শিরোনামে অনলাইনে নাচের প্রতিযোগিতা নিয়ে ফিল্ম ফেয়ারের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ করেছেন 'চিরসবুজ' মাধুরী।লকডাউনের দিনগুলো দিব্যি কাটছে মাধুরীর। স্বামী আর দুই ছেলে নিয়ে ঘরেই আছেন। ঘরে থেকে অনলাইনে নাচ শেখাচ্ছেন। এই অবসরে মায়ের সঙ্গে সন্ধ্যায় গানের চর্চা করেন। বইও পড়ছেন। এমনকি ছেলেদের টুকটাক নাচও শেখাচ্ছেন। তাঁর দুই ছেলে রায়ান আর আরিন, দুজনই গণিত আর পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে সংগীতও ভালোবাসে।বড় পর্দার আইকনিক গানগুলোর কথা মনে করিয়ে দিতেই মাধুরী বললেন, 'সিনেমার গানে নাচা আর এমনিতে নাচ করা কিন্তু অনেক আলাদা। এমনিতে নাচার সময় আপনাকে দর্শক আর সীমানা মাথায় রাখতে হবে। সিনেমার গানের ক্ষেত্রে মুখের অভিব্যক্তি, ক্যামেরা আর প্রপস।' স্মৃতি হাতড়ে তিনি জানালেন, 'তাম্মা তাম্মা'' গানে তো একটি শট ৪০ বারও নেওয়া হয়েছে। 'এক দো তিন', 'চোলি কে পিছে', 'ডোলা রে' গানগুলোর কেবল কোরিওগ্রাফ করতেই ১২ দিন করে সময় লেগেছিল। 'চোলি কে পিছে' গানের শুট করার সময় সেটে এত প্রপস ছিল যে পরিচালক সুভাষ ঘাই বলেছিলেন, 'আমি কোন দিকে তাকিয়ে কী দেখব, তা-ই তো বুঝতে পারছি না! আমি তো আমার হিরো-হিরোইনকেই দেখতে পাচ্ছি না।' নাচটা কিন্তু বেশ ভালো হলো। দর্শকও সাদরে গ্রহণ করলেন।যেন স্মৃতির ডালি খুলে বসেন মাধুরী, ''"আনজাম" (১৯৯৪) ছবিতে "তেরে বিন নাহি গুজরে দিন" নাচের শুটিং এক টেকে নেওয়া। শাহরুখের কাজ হুইল চেয়ারে বসে আমাকে দেখা। আমি প্রথমবারেই ঠিকঠাক শট দিলাম। শাহরুখ বোধ হয় বিরক্ত হচ্ছিল, তবুও ক্যামেরার সামনে হাসিমুখ ধরে রাখতে হয়েছে। ভাবছিল, কখন শেষ হবে! সারা দিন ধরে চলেছিল "হামকো আজ কাল হ্যায় ইন্তেজার" গানের শুটিং। সন্ধ্যা ছয়টা থেকে পরদিন ভোর ছয়টা পর্যন্ত "মার ডালা" গানের শুটিং করা। তবে আমার প্রিয় ''চানে কে খেত মে''। সবাই সহজেই নাচটা পারে।'

তিন বছর পর জবাব দিলেন তিনি

তাঁর ঝুলিতে আছে ৯টি গ্র্যামি, ১৩টি আমেরিকান মিউজিক অ্যাওয়ার্ড, ১২টি বিলবোর্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড। গিনেস বিশ্ব রেকর্ড বইয়ে নাম উঠিয়েছেন ছয়বার। তিনি একাধারে সংগীতশিল্পী, গীতিকার, অভিনয়শিল্পী ও ব্যবসায়ী। তিনি রিয়ানা। ফোর্বস সাময়িকী জানিয়েছে, ২০১২, ২০১৪ ও ২০১৮ সালে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে অর্থ উপার্জনকারী তারকাদের ভেতর সেরা দশে ছিলেন। অন্যদিকে টাইম সাময়িকী হিসাব কষে দেখেছে, ২০১২ আর ২০১৮ সালে তিনি বিশ্বের সেরা প্রভাবশালী তারকাদের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন। তিনি বিশ্বের সবচেয়ে সম্পদশালী গায়িকা। ২০১৯ সালে ফোর্বস গুনে বের করেছে, রিয়ানার যা সম্পদ, তাঁর মূল্য ৫ হাজার ১০০ কোটির কম নয়। অসংখ্য বেস্টসেলিং, মাল্টি প্লাটিনাম এই গায়িকা সম্প্রতি খবর হয়ে এসেছেন তাঁর ফ্যাশন ব্রান্ডের নতুন পণ্য নিয়ে।২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে রিয়ানার মেকআপের ব্যবসা শুরুর পর তাঁর এক ভক্ত ২০১৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর এক টুইটে লিখেছিলেন, 'রিয়ানার ব্র্যান্ড যদি ছেলেদের জন্য ফেসওয়াশ আর ক্রিম নিয়ে আসে, তাহলে আমি আমার নাম বদলে রাখব রবিন।' রিয়ানা যত্ন করে সেই টুইট সেভ করে রেখেছিলেন। এত দিন পর টুইটটি শেয়ার করে মজা করে তার জবাবও দিয়েছেন, 'কেউ যদি তোমাকে বলে থাকে যে ত্বকের যত্ন কেবল নারীদের ব্যাপার, সে মিথ্যা কথা বলেছে। আমি তোমাকে বলছি, ত্বকের যত্নের কোনো লিঙ্গ নেই। বুঝেছ রবিন।'রিয়ানার কসমেটিকস ব্র্যান্ডের নাম ফেন্টি বিউটি আর ফ্যাশন হাউসের নাম ফেন্টি। এখান থেকেই মহামারির দিনে লকডাউনে ত্বকের সুরক্ষার জন্য নতুন কিছু পণ্য আসছে। তিনি জানিয়েছেন, এসব ফেসওয়াশ আর ক্রিম কেবল নারীদের জন্য নয়; নারী---পুরুষনির্বিশেষে ভক্তরা তাঁদের ত্বকের যত্নে ৩১ জুলাই থেকে এসব পণ্য ব্যবহার করতে পারবেন। এ ছাড়া জামা, কাপড়, ব্যাগ, মেকআপএগুলো আগে থেকে আছেই। রিয়ানার এই বিউটি ব্র্যান্ড বিশ্বের দামি ব্র্যান্ডগুলোর ভেতর জায়গা করে নিতে সময় লাগেনি।

অভিনেত্রী হওয়ার মজাটাই এখানে

'শকুন্তলা দেবী'রূপী বিদ্যা বালানকে আরও একবার দুহাত খুলে প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছে বলিউড। ভারতের 'হিউম্যান কম্পিউটার' শকুন্তলা দেবীর ওপর নির্মিত ছবিটি অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পাবে ৩১ জুলাই। ইতিমধ্যে এ ছবির ট্রেলার মাত্র দুদিনে দেখা হয়েছে ২ কোটি ২২ লাখবার। অক্ষয় কুমার, তাপসী পান্নু, ভূমি পেডনেকর, ফাতিমা সানা শেখ, কৃতি খারবান্দাসহ অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ ছবি নিয়ে তাঁদের উন্মাদনা প্রকাশ করেছেন। বিদ্যার ভূয়সী প্রশংসা করতেও ভোলেননি তাঁরা।চরিত্রটি করতে পেরে বিদ্যা নিজেও দারুণ উচ্ছ্বসিত, 'ব্যক্তিজীবনে আমি শকুন্তলা দেবী হওয়ার যোগ্যতা রাখি না। কিন্তু অভিনেত্রী হওয়ার মজাটাই এখানে। আমি শুরুতে তাঁকে ম্যাথ জিনিয়াস ছাড়া অন্য কিছু ভাবতাম না। কিন্তু যখন তাঁর সম্পর্কে একটু একটু করে যতই খুঁটিনাটি জানতে শুরু করি, তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে ততই চুম্বকের মতো টানতে থাকে। তিনি রাঁধতে ভালোবাসেন, চুল বাঁধতে ভালোবাসেনসেগুলোর সঙ্গে গণিতের জটিল সমীকরণের কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি নায়িকাদের মতো সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় পরতে আর সাজতে ভালোবাসেন। এমনকি নাচতেও বেশ লাগে তাঁর। গণিতের মতো গম্ভীর বিষয়কে ভালোবেসেও জীবনের প্রতিটি কণার প্রতি তাঁর যে সীমাহীন উৎসাহ, উত্তেজনা, তা আমাকে জীবন নিয়ে নতুন করে ভাবিয়েছে।'নিজের অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে যে নিজের জীবনদর্শনে মিল আছে, সে কথা বলতেও ভুললেন না বিদ্যা। তিনি বলেন, 'অনেকে বলে যে তুমি এটা পেলে ওটা পাবে না। কেন একজন নারী জীবনে সব পাবে না? কেন তার সব ইচ্ছা পূরণ হওয়ার নয়? জীবন থেকে আমার সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো একেকজন মানুষের তোমাকে নিয়ে প্রত্যাশা একেক রকম। আর সেটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়ত বদলেও যায়। তুমি তাই কখনোই কারও মনের মতো হতে চেয়ে কাউকে খুশি করতে পারবে না। তাই তুমি নিজের ইচ্ছেমতো বাঁচো। আমি সেটাই করেছি।'

'জংলি হাওয়া'য় ইরফানের চিঠি

'কিছুদিন হলো আমার মস্তিষ্কে হাই গ্রেড নিউরোএন্ডোক্রাইন ক্যানসার ধরা পড়েছে। এই খটমটে শব্দটি আমার অভিধানে একেবারে নতুন, অচেনা। আমার সুস্থ হওয়ার ব্যাপারটি বড়ই অনিশ্চিত। চিকিৎসা নিয়ে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার খেলা চলছে। অথচ কিছুদিন আগেও আমি মেতেছিলাম অন্য এক খেলায়। অসম্ভব দ্রুতগামী একটা ট্রেনে চড়ে আমার তাবৎ স্বপ্নকে মুহূর্তের ভেতর হাতের মুঠোয় পুরে ফেলার খেলায়। আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রতিযোগিতায় আমি ভীষণ মত্ত ছিলাম। আমার মোহ কাটল যখন ট্রেনের টিকিট চেকার আমার ডান কাঁধে টোকা দিয়ে বলল, এই যে তৈরি হয়ে নিন, পরের স্টেশনেই আপনাকে নামতে হবে।'

প্রয়াত বলিউড তারকা ইরফান খানের একটি চিঠির অংশবিশেষ এটি। ঢাকার সংস্কৃতি অঙ্গনের তিন স্বপ্নবান তরুণের প্ল্যাটফর্ম 'জংলি হাওয়া' এ চিঠি মানুষের সামনে এনেছে ভিন্ন আঙ্গিকে। ইউটিউবে জংলি হাওয়ার চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছে ১১ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র, নাম 'ইরফানের চিঠি'। ২০১৮ সালের ১৫ মার্চ ইরফান খান টুইটারে একটি পোস্ট দেন। সেখানেই নিজের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন তিনি। সেই পোস্ট অনুবাদ করে ইরফানের চিঠি লিখেছেন তিতাস মাহমুদ।জংলি হাওয়ার তিন কুশীলবের একজন সাইফুল ইসলাম জার্নাল। থিয়েটারকর্মী, পাপেটিয়ার, সংগীতশিল্পী ও নির্মাতা জার্নাল তৈরি করেছেন ইরফানের চিঠির ভিডিওটি।

কী ভেবে এই কাজ? তিনি বলেন, 'বিশ্বনেতারা অর্থের একটা বড় অংশ ব্যয় করেন মারণাস্ত্র তৈরি ও কেনাবেচায়, মঙ্গল গ্রহে বসতি স্থাপনের গবেষণায়। অথচ কী করলে ক্যানসার সারবে, সেই খোঁজ এখন পর্যন্ত কেউ দিতে পারল না।

এটা একটা বিশাল ষড়যন্ত্র। ডব্লিউএইচওর তথ্যমতে, ২০১৮ সালে ৯৬ লাখ মানুষ কেবল ক্যানসারে মারা গেছে। পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি ছয়টি মৃত্যুর একটি হয় ক্যানসারে। স্বাস্থ্য খাত নিয়ে অনেক আগেই আমাদের নতুন করে ভাবা উচিত ছিল। এখন একে ঢেলে সাজাতে হবে। শিল্পী হিসেবে এসব আমাদের ভাবায়। সেখান থেকেই "ইরফানের চিঠি" করা।'এই প্রয়াসে যুক্ত থিয়েটারকর্মী, অভিনয়শিল্পী ও আবৃত্তিকার হীরা চৌধুরী ইরফানের চিঠি আবৃত্তি করেছেন।

ইরফানের চিঠির ভাবনা প্রথম আসে থিয়েটারকর্মী ও গানের শিক্ষক শরিফুল ইসলামের মাথায়। এ নিয়েই লকডাউনে জংলি হাওয়া প্ল্যাটফর্মটির জন্ম।জংলি হাওয়ার লোগো ডিজাইন ও অ্যানিমেশন ও ডিজিটাল সাপোর্টের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে, আজমাইন আজাদ, রায়হান আহমেদ রাফি ও ফেরদৌস ইতিকে। ইরফানের চিঠি উৎসর্গ করা হয়েছে ইরফান খান, হুমায়ূন আহমেদ, এন্ড্রু কিশোরসহ সেই সব শিল্পীকে, যাঁরা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

সোমবার সিপিএম সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা।ছবি- নিজস্ব।

শিলচরে এক হাজার শয্যাবিশিষ্ট অস্থায়ী কোভিড সেন্টার প্রস্তুত করার নির্দেশ স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী পীযূষের

শিলচর (অসম), ২০ জুলাই (হি.স.) : ক্রমবর্ধমান করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য কাছাড় জেলার সদর শিলচরে শহরে ১,০০০ শয্যাবিশিষ্ট অস্থায়ী কোভিড কেয়ার সেন্টার প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিয়েছেন অসমের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। আজ সোমবার তিনি করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে শিলচরে আসেন। প্রথমে তিনি শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান। সেখানে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রিন্সিপাল, সুপারিনটেনডেন্ট সহ অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তর আলোচনা করেছেন।

মেডিক্যাল থেকে মন্ত্রী হাজরিকা কাছাড়ের জেলাশাসকের কার্যালয়ে এসে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ পর্যালোচনা করেন। আগামী ১০ দিনের মধ্যে শিলচর শহরে এক হাজার শয্যাবিশিষ্ট অস্থায়ী কোভিড কেয়ার সেন্টার তৈরি সম্পর্কে প্রসাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে শলাপরামর্শ করেন মন্ত্রী। কোভিড কেয়ার সেন্টার যাতে শক্ত এবং মজবুত হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমান পরিস্থিতির প্রতি নজর রেখে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অতিরিক্ত ২০০ শয্যা এবং পালংঘাট মডেল হাসপাতালের বেড সংখ্যা বাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতেও জেলা প্রশাসনকে বলেছেন মন্ত্রী হাজরিকা।

করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে জনবহুল স্থানে যাতে কোভিড নিয়ম ভঙ্গ না করা হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়ে তিনি আরও বলেন, যে হারে করোনার সংক্রমণ বাড়ছে তাতে বেশি করে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এর জন্য বিভিন্ন স্থানে সিনিয়র সিটিজেনদের সঙ্গে আলোচনা করে পরামর্শ নিতে হবে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে বিধায়কদেরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে অনুরোধ জানান তিনি। বিধায়কদের বলেন, তাঁরা জনসংযোগ করতে গিয়ে যাতে করোনা সংক্রমণ বিস্তারের পরিস্থিতি তৈরি না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেন। প্লাজমা থেরাপির মাধ্যমে যাতে অধিক সংখ্যক করোনা রোগীর প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হয় এর জন্য জেলাশাসককে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেন মন্ত্রী। এর আগে কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীকে অবগত করে জানান, কাছাড় জেলায় বর্তমানে ৩,৩২৭টি বেড এবং ৯৮টি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার সহ সাতটি ডিটেকটিভ কোভিড হেল সেন্টার রয়েছে, যাতে ৬৫০টি শয্যার সুবিধা আছে। বর্তমানে কাছাড়ে ৩২ জনকে পাওয়া গেছে যাদের কোনও ট্রাভেল হিস্ট্রি নেই।

পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পীযূষ হাজরিকা বলেন, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একটি করে অস্থায়ী কোভিড কেয়ার সেন্টার খোলা হবে। এগুলিতে ১০০০টি শয্যা থাকবে। তিনি বলেন, শিলচরে শীঘ্রই এই কোভিড হেলথ কেয়ার সেন্টারের কাজ শুরু করা হবে। একই সঙ্গে হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ জেলা সহ রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একটি করে তৈরি করা হবে কোভিড হেলথ কেয়ার সেন্টার।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায় সহ বিধায়কগণ ও বিভাগীয় আধিকারিকরা।

মেঘালয়ে মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ প্রথম চেতনা বোস, পাশের হার কমে ৫০.৩১ শতাংশ

শিলং, ২০ জুলাই (হি.স.) : মেঘালয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তুরায় অবস্থিত শেরউড স্কুলের ছাত্রী চেতনা বোস প্রথম স্থান দখল করেছে। এ বছর পাশের হার ৫০.৩১ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে, গত বছরের তুলনায় কমেছে পাশের হার। এমন-কি গত তিন বছরের মধ্যে এ বছর পাশের সবচেয়ে কম হয়েছে।

বোর্ড থেকে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে জানা গেছে, মাধ্যমিকে ২০১৭ সালে ৫৪.০৪ শতাংশ, ২০১৮ সালে ৫৬.৭৬ শতাংশ এবং ২০১৯ সালে ৫৫.৭২ শতাংশ পাশের হার ছিল। এ বছর পাশের হার কম হওয়ার নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা সরকারিভাবে পাওয়া যায়নি।

মেঘালয়ে জেলাভিত্তিক ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা গেছে, দক্ষিণ গারো হিলস জেলায় পাশের হার সবচেয়ে কম। ওই জেলায় মাত্র ২৬.৫৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে। ঠিক তার পরেই রয়েছে দক্ষিণ পশ্চিম গারো হিলস। ওই জেলায় ২৬.৭৪ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে। পশ্চিম জয়ন্তিয়া হিলস জেলায় সবচেয়ে ভালো ফলাফল হয়েছে। ওই জেলায় ৬৯.৯৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে। এছাড়া পূর্ব জয়ন্তিয়া হিলস জেলায় ৬৯ শতাংশ, পূর্ব খাসি হিলস জেলায় ৬৮.৯৪ শতাংশ, রি-ভই জেলায় ৬১.১১ শতাংশ, পশ্চিম খাসি হিলস জেলায় ৬১.০১ শতাংশ, দক্ষিণ পশ্চিম খাসি হিলস জেলায় ৪৫.৪৮ শতাংশ, পূর্ব গারো হিলস জেলায় ৩৫.৬৪ শতাংশ, উত্তর গারো হিলস জেলায় ৩৫.১০ শতাংশ এবং পশ্চিম গারো হিলস জেলায় ৩১.৮১ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে।

এদিকে মাধ্যমিকে কৃতী তালিকায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে শেরউড স্কুলের চেতনা বোস। তার প্রাপ্ত নম্বর ৫৬৮। অন্যদিকে, সেন্ট থমাস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের শাইনাভা মোদক ৫৬৫ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। তেমনি লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের আয়নামডাফিসা পি বিরসাট ৫৬১ নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থান দখল করেছে। মেঘালয়ে এ বছর মাধ্যমিকে ৫০,০৮১ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিল। পাশ করেছে মাত্র ২৫,৫৯৫ জন ছাত্রছাত্রী। তাদের মধ্যে ছয় বিষয়ে পাশ করেছে ১৩,৩৩৪ জন এবং পাঁচ বিষয়ে পাশ করেছে ১১,৮৬১ জন।

ধুবড়ি কাণ্ডের মতো বরাকে কয়লা সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কড়া দাওয়াই প্রয়োগ করতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন প্রদীপ

শিলচর (অসম), ২০ জুলাই (হি.স.) : ধুবড়ির সাংবাদিক রাজীব শর্মার বিরুদ্ধে বন বিভাগের ডিএফও এবং পুলিশ বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পিত হেনস্তার প্রতিবাদে সারা রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। সাংবাদিক রাজীব শর্মার আচমকা গ্রেফতারের ঘটনায় তাঁর অসুস্থ বাবা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে মারা যাওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যব্যাপী তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। ফলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল তাৎক্ষণিক কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধুবড়ির ডিএফও বিশ্বজিৎ রয় এবং পুলিশ সুপারকে শাস্তিমূলক বদলি করেছে সরকার। একই সঙ্গে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সেই সাংবাদিককে রাত দুটোর সময় অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও রাজ্য বিজেপি সভাপতি রঞ্জিত দাসকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন আকসা নামের ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।

তবে ধুবড়ি কাণ্ডে রাজ্যে সরকারের আশু কড়া পদক্ষেপের প্রশংসা করে প্রদীপ দত্তরায় বলেন, বরাক উপত্যকায় কয়লা, সুপারি, বালি, পাথর প্রভৃতির সিন্ডিকেট অবাধে চলছে। ভুয়ো চালানের মাধ্যমে সংগঠিত সিন্ডিকেটের দুর্নীতি বিষয় সর্বজনবিদিত ও ব্যাপক আলোচিত বিষয়। সিন্ডিকেটের সরদার কাছাড়ের পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায়কে শাস্তিমূলক বদলি করেছে সর্বানন্দ সনোয়ালের সরকার। এদিকে কাছাড়ের এই সিন্ডিকেটের সঙ্গে জেলা বিজেপি সভাপতি এবং রাজ্য বিজেপির এক নেতার নাম সরাসরি জড়িত রয়েছে অভিযোগ উত্থাপন করে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি মেনে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন প্রদীপ দত্তরায়।

এ ব্যাপারে বিজেপির স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত আদর্শ ধরে রাখতে দলের নীতি ও ভাবমূর্তি জমসমক্ষে নিরপেক্ষ হিসেবে তুলে ধরতে বরাকের সিন্ডিকেট দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত কাছাড় জেলা সভাপতি ও রাজ্যের উপসভাপতির বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা নিতে রাজ্য বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাসের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন প্রদীপ দত্তরায়। এছাড়া বনবিভাগের ডিএফও-র নেতৃত্বে কাছাড়ে যে পাথর ও বালির সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। ডিএফও যে এর সঙ্গে জড়িত এর সঙ্গে প্রমাণ রয়েছে। বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য খোদ কাছাড় জেলার বাসিন্দা হয়ে সব কিছু জেনে ও শুনে রহস্যজনক কারণে বিভাগীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। ফলে বন বিভাগের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা প্রশ্রয় পাচ্ছেন। এ ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে তিনি মুথ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এদিকে, বর্তমান করোনা অতিমারি পরিস্থিতির পাশাপাশি বন্যার প্রাদুর্ভাবে সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত। করোনা এবং বন্যা পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা ঘোষণা করছেন, টেট উত্তীর্ণদের চাকরি দিয়ে দেওয়া হবে। প্রদীপ দত্তরায় বিস্মিত হয়ে বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে বর্তমানে বিদ্যালয় যেখানে বন্ধ এবং বন্যা পরিস্থিতিও ভয়ংকর রূপ নিয়েছে, সেখানে শিক্ষামন্ত্রী হঠাৎ করে নিয়োগপত্র দিতে এত ব্যস্ত কেন হয়ে পড়লেন?

এছাড়া রাজ্যে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বরাক উপত্যকার যুবসমাজকে কীভাবে বঞ্চিত করেছে রাজ্য সরকার, ৭০০ ছেলেমেয়েকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে, অথচ এই তালিকায় বরাক উপত্যকার একজনও স্থান পায়নি। তাই টেট উত্তীর্ণ ছেলেমেয়েদের যখন নিয়োগপত্র দেওয়া হবে, তখন যেন ফের বরাকের যুবক যুবতীরা বঞ্চিত না হয় সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের সরাসরি হস্তক্ষেপ দাবি করছেন আকসার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রদীপ দত্তরায়।

একাধিক বিধিনিষেধ মেনে চিনে খুলে গেল সিনেমা হল

বেজিং, ২০ জুলাই (হি. স.) : একাধিক বিধিনিষেধ মেনে চিনে সোমবার থেকে খুলে গেল সিনেমা হল। ৬ মাস পর সোমবার থেকে হল খুলে যাওয়ায় স্বস্তিতে হল মালিকরা। বড়সড় লোকসান থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন প্রযোজকরাও। করোনার জেরে এই বছরের প্রায় গোড়া থেকে বন্ধ ছিল প্রেক্ষাগৃহ।

জল্পনা ছিলই, এবার চিনের সিনেমা হলগুলো খুলে যাবে। সংক্রমণ কমতে থাকায় সপ্তাহ খানেক আগে থেকেই এই দাবি তুলেছিলেন হল মালিক, প্রযোজনা সংস্থাগুলি। ৬ মাস টানা সিনেমা হল বন্ধ থাকায় বিনোদুনিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্র মোটা অংকের আর্থিক লোকসানের মুখে পড়েছিল। এবার একেবারে খাদের কিনারে এসে ঠেকছিল। তা থেকে বাঁচতে হলে প্রেক্ষাগৃহের দরজা না খুলে উপায় ছিল না। তাই গত সপ্তাহে চিনের ফিল্ম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেয় যে খুব কম সংক্রমিত এলাকায় খুলে যাক সিনেমা হল। তবে আগের মতো হলভরতি করে নয়, ৫০ শতাংশ দর্শক নিয়ে স্ক্রিন চালু হোক। হলের কর্মীদের প্রত্যেককে কাজের সময় মাস্ক পরে থাকা বাধ্যতামূলক। মাস্ক পরতে হবে দর্শকদেরও। প্রত্যেকটি হলের সামনে রয়েছে থার্মাল স্ক্যানার। প্রবেশের সময় তাতে দর্শকদের শরীরের তাপমাত্রা মাপা হবে। প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে অন্তত ১ মিটার দূরত্ব রেখে বসতে হবে দর্শকদের, কোনও খাবার বা পানীয় সরবরাহ করা হবে না। টিকিট আগে থেকে অনলাইনে কেটে রাখতে হবে। এত কিছু মেনে চললে, তবেই হলে গিয়ে সিনেমা দেখার আনন্দ ফিরে পাবেন চিনবাসী।

অসমে বন্যা দুর্গতদের জন্য সাহায্যের আহ্বান বলিউডের অভিনেতা জন আব্রাহাম, বরুণ ধবনের

গুয়াহাটি, ২০ জুলাই (হি.স.) : অতিমারি করোনার প্রকোপের মধ্যে অসমে বন্যায় চরম দুর্ভোগে পোহাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। বন্যা দুর্গতরা নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে হাইল্যান্ড নতুবা সরকারের তৈরি করা ত্রাণ শিবিরগুলিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। বন্যায় অসমের শোচনীয় পরিস্থিতির খবর শুনে বিভিন্ন সেলিব্রিটি ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। এর মধ্য অন্যতম বলিউডের অভিনেতা জন আব্রাহাম এবং বরুণ ধবন। তাঁরা রাজ্যের বন্যা দুর্গতদের জন্য সাহায্যের আহ্বান জানিয়েছেন।

অভিনেতা জন আব্রাহাম নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে অসমের বন্যার বেশ কিছু ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, 'অসমের সাহায্যের প্রয়োজন'। অন্যদিকে, বরুণ ধবনও রাজ্যের বন্যা দুর্গতদের জন্য নিজের ইনস্টা স্টোরিতে সবাইকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন। অসমের বন্যার ছবি সমেত সাহায্য তহবিলের লিংক শেয়ার করে সবাইকে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানিয়েছেন তরুণ অভিনেতা ধবন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রলয়ঙ্করী বন্যায় অসমে এখন পর্যন্ত ২৯টি জেলা প্লাবিত হয়েছে। তার মধ্যে ৫টি জেলা থেকে বন্যার জল কিছুটা নেমেছে। তবে ২৬টি জেলা এখনও প্লাবিত। মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র সমেত বিভিন্ন নদী, উপনদী, শাখা নদীগুলির জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ধেমাজি, লখিমপুর, বিশ্বনাথ, শোণিতপুর, দরং, বাকসা, নলবাড়ি, বরপেটা, চিরাং, বঙাইগাঁও, কোকরাঝাড়, ধুবড়ি, দক্ষিণ শালমারা, গোয়ালপাড়া, কামরূপ গ্রামীণ, কামরূপে মেট্রো, মরিগাঁও, নগাঁও, গোলাঘাট, যোরহাট, মাজুলি, শিবসাগর, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, কারবি আংলং এবং কাছাড় জেলার একাংশ এখনও প্লাবিত। এতে চর অঞ্চল এবং নদী তীরবর্তী বিভিন্ন গ্রামের মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। ত্রাণ শিবির কিংবা হাইল্যান্ডের চরম অসুবিধা, আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন রাত কাটাচ্ছেন বন্যাদুর্গতরা। রাজ্যের বন্যাক্রান্ত এলাকাগুলিতে এখনও ৫২১টি ত্রাণ শিবির রয়েছে। সেগুলিতে ৫০ হাজারেরও বেশি বন্যা দুর্গত আশ্রয় নিয়েছেন। কিছু কিছু জায়গায় নৌকার মধ্যেই আপাতত অস্থায়ীভাবে সংসার সাজিয়ে নিয়েছেন বন্যার্তরা।

এ বছরে বন্যায় এখন অবধি ৮৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ২৫ লক্ষ ২৯ হাজার ৩১২ জন বন্যার কবলে পড়েছেন। ২ হাজার ৪০০ গ্রামের মোট ১ লক্ষ ১২ হাজার ১৩৮ হেক্টর চাষের জমি বন্যায় নষ্ট হয়েছে। ১০ লক্ষ ১২ হাজার ২৩৫ বড় পশু এবং ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬৮ ছোট পশুর মৃত্যু হয়েছে। ৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯৯১ গবাদি পশু, হাঁস, মুরগির মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের ৮৫ শতাংশ এলাকা এখনও বন্যায় প্লাবিত। বন্যায় কাজিরঙায় এখনও পর্যন্ত ১০৮টি জন্তুর মৃত্যু হয়েছে। বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে ৬০টির। কাজিরঙার ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়ক পার হওয়ার সময় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৫টি পশুর। ১৩৪টি জন্তুকে বনকর্মীরা উদ্ধার করেছেন।

ভরা বর্ষা ও শীতে বাড়বে করোনা সংক্রমণ, দাবি আইআইটি-ভুবনেশ্বর এবং এইমসের গবেষকদের

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (হি. স.) : সারা বিশ্ব তথা দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই লাফিয়ে বাড়ছে। ভারতে সংক্রমণ কোনওভাবেই রোখা যাচ্ছে না। এই পরস্থিতিতে ভরা বর্ষা ও শীতে আরও করোনা সংক্রমণ বাড়ার দাবি জানিয়েছেন আইআইটি-ভুবনেশ্বর এবং এইমসের গবেষকরা। উল্লেখ্য, দেশে এখনও পর্যন্ত ১১ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণের হদিস মিলেছে। ২৭ হাজার ৪৯৭ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনায়। আকটিভ কেস ৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৪৫৯টি। তবে আশার কথা, এখনও পর্যন্ত ৭ লক্ষ ৮৭ জন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সংক্রামিতদের সুস্থ করে তুলতে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন, ডেক্সামেথাসন, রেমডেসিভিরের মতো ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়নি। বেশিরভাগ ভ্যাকসিনেরই প্রথম পর্বের ট্রায়াল চলছে। আদৌ কবে প্রতিষেধক বাজারে আসবে সেই প্রশ্নের উত্তর জানা নেই কারও। এই পরিস্থিতিতে আইআইটি-ভুবনেশ্বর এবং এইমসের গবেষকদের একটি দল জানিয়েছেন, ভরা বর্ষা এবং শীতে করোনা সংক্রমণ ব্যাপক আকার নিতে পারে। আইআইটি-ভুবনেশ্বরের ভূ-বিজ্ঞান, সমুদ্র এবং আবহাওয়া বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ভি বিনোজ জানিয়েছেন, বর্ষাকালে বৃষ্টির জন্য তাপমাত্রা কমে যায়। আর শীতকালে এমনিতেই বায়ুমণ্ডল ঠান্ডা থাকে। এধরণের পরিবেশ করোনা সংক্রমণ ছড়ানোর পক্ষে অনুকূল। গত এপ্রিল মাস থেকে জুন পর্যন্ত এবিষয়ে গবেষণা চালানো হয়েছে। অধ্যাপক ভি বিনোজ জানান, তাপমাত্রা বাড়লে করোনা সংক্রমণ কমার সম্ভাবনা থাকে। তবে একাংশ গবেষকের বক্তব্য, করোনা সংক্রমণের উপর তাপমাত্রার প্রভাব ঠিক কতটা, তা বোঝার জন্য আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

জোড়াতালি দিয়ে করোনা বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়া যায় না, দাবি মায়াবতীব

লখনউ, ২০ জুলাই (হি. স.): উত্তরপ্রদেশ সহ গোটা দেশে করোনার জেরে একযোগে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হলেন বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী। সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ অবলম্বন না করে স্রেফ জোড়াতালি দিয়ে করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মায়াবতী।

সোমবার উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, উত্তরপ্রদেশের মতন রাজ্যে যেখানে দারিদ্র শ্রেণীর নিচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা বেশি সেখানে করোনার বাড়বাড়ন্ত উদ্বেগের। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত।সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের প্রয়োজন। স্রেফ জোড়াতালি দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

উল্লেখ করা যেতে পারে, উত্তরপ্রদেশে করোনা রোধে প্রতি সপ্তাহের শনিবার এবং রবিবার করে লকডাউন জারির ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এমনকি এদিন লক্ষণ নেই এমন করো না রোগীদের বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করার ঘোষণা করেছেন তিনি।

কেন্দ্রের কাছে ১০৬৫ কোটি টাকা চাইল মহারাষ্ট্র সরকার

মুম্বই, ২০ জুলাই (হি. স.): মহারাষ্ট্রের সাহায্য এবং পুনর্বাসনমন্ত্রী বিজয় বডেটটিবার জানিয়েছেন যে নিসর্গ প্রভাবিত এলাকাগুলিতে পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠনের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে ১০৬৫ কোটি টাকা চেয়েছে। কেন্দ্রের অপেক্ষায় না থেকে কোনকানে নিসর্গ প্রভাবিত এলাকাগুলিতে রাজ্যের তরফে সহায়তা জারি রেখেছে। ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিসোর্স ফোর্স এর নিয়মাবলী অনুসারে কেন্দ্রের কাছে ১০৬৫ কোটি টাকা চেয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের সাহায্য এবং পুনর্বাসন মন্ত্রী মহারাষ্ট্রের সবকটি রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কেন্দ্রের কাছে এই অর্থ আদায়ের জন্য আহ্বানের বার্তা পাঠিয়েছেন।

উল্লেখ্য নিসর্গ ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ৩ জুন রায়গর এবং সিন্ধুদূর্গ জেলায় বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই দুই জেলায় নিসর্গের জেরে প্রাণহানিও হয়েছিল। আম, কাজু, সুপরি গাছ উপরে পড়ে গিয়েছে। বিদ্যুতের খুঁটিও বিধ্বস্ত। কয়েক হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। রাজ্যের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিও সেই এলাকাগুলিতে পরিদর্শন করেছেন।

বিকাশ দুবে এনকাউন্টার কাণ্ডে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি পুনর্গঠন করলে উত্তর প্রদেশ সরকার

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (হি. স.): কুখ্যাত গ্যাংস্টার বিকাশ দুবাইয়ের এনকাউন্টার কাণ্ডে উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফ থেকে বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেই তদন্ত কমিটির পুনর্গঠন করা হল। এই তদন্ত কমিটিতে একজন দেশের শীর্ষ আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি এবং এক প্রাক্তন পুলিশকর্তাকে যুক্ত করা হবে বলে জানা গিয়েছে। এই সংক্রান্ত খসড়া নির্দেশিকা আদালতকে জমা দেবে রাজ্য সরকার। এই খসড়া নির্দেশিকা দেখার পরই ২২ জুলাই আদেশ দেবে আদালত।

শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আইন-শৃঙ্খলাকে নিয়ন্ত্রণ করা রাজ্যের কর্তব্য। গ্রেফতার, বিচার প্রক্রিয়া এবং সাজা ঘোষণা বিচার ব্যবস্থার এক্তিয়ারে পড়ে। আইনের শাসন জারি থাকলে পুলিশ কখনই হতোদ্যম হয়ে পড়বে না। মামলার এত দীর্ঘদিন ধরে চলা সত্বেও বিকাশ দুবে কি করে জামিন পেয়ে গিয়েছে সেটাও খতিয়ে দেখা দরকার। মুখ্যমন্ত্রীর এবং উপমুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে যে বক্তব্য রেখেছেন সেগুলো খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। পুলিশও কি সেই মতো কাজ করে গিয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, বিকাশ দুবে এনকাউন্টার প্রসঙ্গে সরগরম উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি।

কুপওয়ারা জেলায় জঙ্গি ঘাঁটির খোঁজ, উদ্ধার বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র

শ্রীনগর, ২০ জুলাই (হি. স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারার কেরান সেক্টরে জঙ্গিদের একটি বড় ঘাঁটিতে হানা নিরাপত্তাবাহিনীর। উদ্ধার বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।কেরান সেক্টরের ওই জঙ্গি ঘাঁটি থেকে একটি একে ৪৭, চারটি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র একে ৪৭ ম্যাগাজিন, ৬০ রাউন্ড গুলি, চারটি পিস্তল, পিস্তলের ২২০ রাউন্ড গুলি, ১৭ চিনা গোলাবারুদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই এলাকায় জঙ্গিদের খোঁজে প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়েছে। গোটা এলাকাটি ঘিরে ধরে এই তল্লাশি অভিযান চলেছে। সামরিক পরিভাষা এই ধরণের তল্লাশি অভিযানকে কর্ডন এন্ড সার্চ অপারেশন বলা হয়। ইন্টারনেট এবং মোবাইল পরিষেবা বিচ্ছিন্ন করে এই অভিযান চালানো হয়েছে।

দিল্লিতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত ৯৫৪

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (হি. স.): রাজধানী দিল্লিতে করোনার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত। বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৯৫৪ জন। নিহত ৩৫।ফলে সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬৬৩। অন্যদিকে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৩৭৪৭ জন। সোমবার দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৭৮৪ জন। সব মিলিয়ে সুস্থ হয়েছে ১০৪৯১৮।রাজ্যে এই মুহূর্তে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১৫১৬৬। দিল্লিতে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯৬।হোম আইসলেশনে রয়েছে ৮৩৭৯। করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৮৩০৪৫৯।

মনোদর্পণ কার্যক্রমের মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (হি. স.): করোনা সংকটকালে পড়ুয়াদের মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা করার জন্য মনোদর্পণ নামে কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন মঙ্গলবার করবেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিঃশঙ্ক।

সোমবার নিজের টুইট বার্তায় কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী লিখেছেন, 'প্রিয় মাতা ও পিতা, শিক্ষক এবং পড়ুয়াগণ। ফলাফল বেরিয়ে গিয়েছে এবং দ্রুততার সঙ্গে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। করোনার এই অভূতপূর্ব সংকটের সময় পড়ুয়াদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি হয়।এর জেরে সমস্যা বাড়তে থাকে।এই চিন্তা দূর করার জন্য মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় মনোদর্পণ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে।এই মনোদর্পণ মঞ্চ সকল পড়ুয়া, শিক্ষক এবং পরিবারের জন্য স্থায়ী মনোবিজ্ঞানী প্রণালী হিসেবে কাজ করবে।এই বিষয়ে যদি কোন পরামর্শ দেওয়ার থাকে তবে হ্যাসটেক মনোদর্পণে দিতে পারেন।

করিমগঞ্জে বিএসএফ-এর হাতে বাজেয়াপ্ত নেশার কফ সিরাপ

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ জুলাই (হি.স.) : বাংলাদেশ পাচারের পথে নিষিদ্ধ কফ সিরাপ ৮৫ শিশি ফেন্সিডিল বাজেয়াপ্ত করেছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ। করিমগঞ্জ জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী ফুলকান্দি বর্ডার আউট পোস্ট সংলগ্ন এলাকা থেকে বিএসএফ-এর ১৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে পাচারের সময় ফেন্সিডিলের শিশিগুলি বাজেয়াপ্ত করেছেন।

সোমবার বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল (রবিবার) গভীর রাতে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী রুটিন তালাশি চালাচ্ছিল। সে সময় এক অভিযানে তাঁরা এই সাফল্য পান। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর উপস্থিতি অঁচ করতে পেরে পাচারকারীরা ফেন্সিডিলের শিশি ভরতি ব্যাগ ফেলে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। পাচারকারীদের ফেলে যাওয়া ৮৫ বোতল ফেন্সিডিল বিএসএফ বাজেয়াপ্ত করে। বাজেয়াপ্তকৃত নেশা সামগ্রীগুলি করিমগঞ্জের শুল্ক দফতরে সমঝে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

লকডাউনে অনেকটাই নিঃশব্দে সাজগোজ করে চলেছে শিয়ালদা স্টেশন

কলকাতা, ২০ জুলাই (হি. স.) : ব্যস্ত রেলস্টেশন হিসাবে দেশজুড়ে নামডাক শিয়ালদার। প্রায় সর্বক্ষণ ভিড়ে ঠাসা এই স্টেশন অবশ্য লকডাউনে অনেকটাই নিঃশব্দে সাজগোজ করে চলেছে।

কয়েক মাস আগেও এই স্টেশন দিয়ে নিত্যদিন প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষ যাতায়াত করতেন। এখন অবশ্য সেই স্টেশনই দিনভর পড়ে থাকা ফাঁকা। কারন হাতেগোনা কিছু এক্সপ্রেস ট্রেন এই স্টেশন দিয়ে চলাচল করলেও এই স্টেশন দিয়ে চলাচল করা ৯৯ শতাংশই ট্রেনই এখন বন্ধ। যার বড় অংশই আবার লোকাল ট্রেন। কবে এই ট্রেন আবার চালু হবে তা কেউ জানে না। কিন্তু পূর্ব রেলের আধিকারিকেরাই এই সময়টাকে কাজে লাগিয়েছেন বেশ সুন্দর ভাবে। লকডাউনের আবহেই শিয়ালদা স্টেশনের ভোল পাল্টে দিচ্ছেন তাঁরা।

ক'দিন আগেই স্টেশনের উত্তর এবং দক্ষিণ ভাগের প্লাটফর্মে বিন্যাস অর্থাৎ ক্রমিক নম্বরের পরিবর্তন হয়েছে। এখন শিয়ালদা স্টেশনে পা দিলেই দেখবেন চিরাচরিত সেই চেনা মলিন আর নোংরা চেহারার স্টেশনটাই আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে নানা শিল্পকর্মের নিদর্শন নিয়ে। গোটা স্টেশন চত্বর হয়ে উঠতে চলেছে ঝাঁ চকচকে। থাকছে অসংখ্য মুরাল আর পোস্টার। বরঞ্চ চোখে পড়বে স্টেশনের অন্দরেই দোতলা শপিং সেন্টার। সেখানে যাওয়ার জন্য থাকছে এসক্যালেটর। শপিং সেন্টারে মিলবে ১৫ থেকে ২০টি দোকান। একইসঙ্গে স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের আশেপাশে যেসব দোকান ছিল সেগুলিকেও আরও ঝাঁ চকচকে করে তোলা হচ্ছে।

সোমবার বিক্ষোভ সিইএসসি-র সদর দফতরের সামনে

কলকাতা, ২০ জুলাই (হি. স.) : বিদ্যুৎ-মাশুলের ব্যাপারে রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রীর সঙ্গে সমঝোতায় আসার পরেও সোমবার বিক্ষোভ হল সিইএসসি-র সদর দফতরের সামনে।

সমঝোতার পরেও কেন এই বিক্ষোভ, তার জবাবে উদ্যোক্তাদের তরফে নাট্যকর্মী দেবেশ চট্টোপাধ্যায় জানান, কারণগুলো হল

১. বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতি ইউনিট বাবদ সি.ই.এস.সি দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দর নিয়ে থাকে।

২. কলকাতা শহরে সি.ই.এস.সি একমাত্র বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা হওয়ার সুবাদে তারা তাদের মর্জিমাফিক দর স্থির করে।

৩. প্রভূত টাকা নেওয়া সত্ত্বেও আমফানের সময় সি.ই.এস.সি-এর ব্যর্থতা কলকাতাবাসী প্রত্যক্ষ করেছে।

৪. কোভিড ও আমফান-এর এই ভয়াবহ সময়ে তারা তাদের মর্জিমাফিক বিল পাঠিয়ে মানুষকে আতান্তরে ফেলেছে।

৫. ভারতবর্ষের মধ্যে বিদ্যুৎ-এর মাশুল সবচেয়ে বেশি সি.ই.এস.সি নিয়ে থাকে।

আমাদের দাবী :

১. সি.ই.এস.সি-এর একচ্ছত্র আধিপত্য বন্ধ করা হোক অবিলম্বে।

২. সি.ই.এস.সি বিদ্যুৎ মাশুল অবিলম্বে কম করুক।

৩. সি.ই.এস.সি ইউনিট প্রতি হিসেব জটিল না করে সহজ পদ্ধতিতে মানুষের সামনে আনুক।

৪. যারা এপ্রিল ও মে মাসের বিল জমা দিয়েছেন তাদের অবিলম্বে সেই টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করুক সি.ই.এস.সি। আর যে আপাতত স্থগিত বলা হচ্ছে, তা কোনো সমাধান নয়, বর্ধিত মূল্য সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে।

৫. বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক সি.ই.এস.সি।

গুজরাট বিজেপির নতুন সভাপতি হলেন সি আর পাটিল

আহমেদাবাদ, ২০ জুলাই (হি. স.): রাজ্যজুড়ে করোনা আবহের মাঝে গুজরাট বিজেপির নতুন সভাপতি হলেন সাংসদ সি আর পাটিল। জিতু বাগানির স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি ।বিজেপির সর্বভারণ সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং এই খবর দিয়ে বলেছেন যে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা গুজরাট রাজ্য বিজেপির সভাপতি হিসেবে সি আর পাটিলের নাম চূড়ান্ত রূপে ঘোষণা করেছেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চোপড়া 'ধর্ষণ ও খুন'-এর ঘটনায় চাঞ্চল্যকর মোড়, প্রায় একই জায়গা থেকে উদ্ধার মূল অভিযুক্তের দেহ

চোপড়া, ২০ জুলাই (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর মোড়। চোপড়ার সোনারপুর গ্রামের যেখান থেকে উদ্ধার হয়েছিল বিজেপির বুথ সভাপতির বোনের মৃতদেহ প্রায় সেই একই জায়গা থেকে সোমবার উদ্ধার হল এক যুবকের মৃতদেহ। পুলিশ জানিয়েছে, কিশোরীর পরিবার যে যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ তুলেছিল, উদ্ধার হওয়া দেহটি যুবকেরই। ফলে সোমবারও নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল চোপড়ায়।

রবিবার উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় বিজেপির বুথ সভাপতির বোনের দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। যার জেরে গতকাল দিনভর দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়েছিল চোপড়ায়। গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ ছিল, ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। বিজেপিও একই দাবি করে। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভে উত্তাল হয় চোপড়া, সরকারি বাসে আগুন লাগানো হয়। পুলিশও বিক্ষোভ হঠাতে লাঠি ও কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায়। এই পরিস্থিতিতে ঘটনাস্থলের ৫০ মিটারের মধ্যেই এক যুবকের দেহ ভেসে ওঠে সোমবার সকালে। স্থানীয়দের অনুমান, দেহটি ধর্ষণকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত ফিরোজ আলির। স্থানীয়রা দেহটি দেখে দাবি করেছে সেটি মূল অভিযুক্ত ফিরোজ আলির দেহ। চোপড়া থানার আইসি বিনোদ গেজমার বলেন, 'অভিযোগপত্রে যে যুবকের নাম করা হয়েছিল, তার দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'আপাতত ওই যুবকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে রবিবারের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মূল অভিযুক্ত ফিরোজ আলির বাবা, দাদা সহ তিনজনকে আটক করেছিল পুলিশ। ফিরোজ আলির সন্ধান পাওা যায়নি। স্থানীয়দের দাবি প্রমাণ লোপাটের জন্য ফিরোজ আলিকে পিটিয়ে খুন করে নয়ানজুলিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সোমবার সকালে ভেসে ওঠে ওই যুবকের দেহ ।জলের উপর শুধু মুখ ছিল। দেহের বাকি অংশ জলের তলায় ছিল। মুখের বেশিরভাগটাই লাল হয়ে গিয়েছিল। যদিও ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে না পাওয়া পর্যন্ত কোনও কিছু নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

অপরদিকে, মাধ্যমিক উত্তীর্ণ বিজেপি নেতার বোনের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় রবিবার বিকেল থেকে উত্তাল হয় চোপড়া। ধর্ষণের অভিযোগে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখালে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশবাহিনী। এরপরই শুরু হয়েছিল পুলিশ-জনতা খণ্ডযুদ্ধ। সরকারি বাস ও পুলিশের গাড়ি সহ ছয়টি গাড়ি ভাঙচুর ও আগুন লাগানো হয়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ১৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার শচীন মক্কার দাবি করেছেন, শরীরে বিষক্রিয়ার কারণেই মৃত্যু হয়েছে ওই কিশোরীর। পাশাপাশি তিনি আরও জানিয়েছেন, ধর্ষণের কোনও প্রমাণ বা সে ধরনের কোনও কিছু কিশোরীর ময়নাতদন্তের রিপোর্টে পাওয়া যায়নি। ফলে ধর্ষণ তত্ত্ব নিয়ে যা দাবি করা হচ্ছিল সেটা ভিত্তিহীন বলেই মনে করছেন অভিজ্ঞ মহল।

এদিকে এদিন ওই কিশোরীর দেহ নিয়ে চোপড়ায় ফেরার পথে পুলিশ বাধা দিয়েছে বিজেপি নেতাদের। আটকে পড়েন কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকও।

সিইএসসি নিয়ে অভিষেকের টুইট

কলকাতা, ২০ জুলাই (হি. স.) : সিইএসসি গ্রাহকদের মন পেতে এবার টুইট করলেন তৃণমূলের যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে বিষয়টি নিয়ে টুইট করেছিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

অভিষেক সোমবার টুইটে লিখেছেন, "এপ্রিল ও মে মাসের যে পরিমাণ এখনও বিল করা হয়নি জুন মাসের বিলে তা ধার্য করা হবে না। এতে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার গ্রাহক উপকৃত হবেন। যাঁরা এটা দিয়ে দিয়েছেন, তাঁদেরও চিন্তার কারণ নেই। সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, হয় এটা ফেরৎ নিতে পারেন অথবা পরের বিলের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া হবে।"

লাগাতার বিক্ষোভে রবিবার পিছু হটতে বাধ্য হয় সিইএসসি। জানানো হয়, গত দু'মাসের বকেয়া বিদ্যুতের ইউনিটের টাকা আপাতত মেটাতে হবে না তাঁদের। এরপরই শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় টুইটে বলেন, "আমি সিইএসসি-'র উপর চাপ সৃষ্টি করি। ওদের কোনও যুক্তিতেই আমি খুশি হইনি। মিটিংও ডেকেছিলাম। রাজ্য ও রাজ্যবাসীর চাপের কাছে নতিস্বীকার করল সিইএসসি। যা নিশ্চিতভাবে এটা মানুষের পক্ষে আনন্দায়ক খবর।'

চোপড়াকান্ডে প্রকৃত অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং উচ্চস্তরীয় তদন্তের দাবি এবিভিপি-র

কলকাতা, ২০ জুলাই (হি. স.) : চোপড়ায় নাবালিকা স্কুলছাত্রীর ধর্ষণকাণ্ডে প্রকৃত অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং তাদের যথাযোগ্য শাস্তির জন্য উচ্চস্তরীয় তদন্ত চাইল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)।

এবিভিপি-র এক বিবৃতিতে সোমবার জানানো হয়েছে, উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া বিধানসভার বাসিন্দা নাবালিকা মাম্পি সিংহ (বয়স-১৬) যখন ভোররাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ঘরের বাইরে বেরোয়, তখন তাকে ধর্ষণ করে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতিরা। শুধু ধর্ষণ নয়, পাশবিক অত্যাচারের পর তাকে বিষ খাইয়ে হত্যাও করা হয় বলে পরিবারের দাবি। গতকাল এই ঘটনার প্রতিবাদে উত্তর দিনাজপুর সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এবিভিপি-র পক্ষ থেকে পথ অবরোধ করা হয়। সাধারণ মানুষও এই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে জায়গায় জায়গায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ফলস্বরূপ এই আন্দোলনকে পুলিশ দমন-পীড়নের মাধ্যমে থামানোর চেষ্টা করে এবং আন্দোলনরত বিদ্যার্থী পরিষদের বহু কার্যকর্তার উপর ব্যাপকভাবে লাঠিচার্জ করে।পুলিশের লাঠির আঘাতে বেশ কয়েকজন ছাত্র ও ছাত্রী কার্যকর্তা গুরুতরভাবে আহত হয়। তাদেরকে স্থানীয় হসপিটালে ভর্তি করা হয়। বহু কার্যকর্তাকে পুলিশ গ্রেফতার করেও নিয়ে যায়।

বারবার ঘটে যাওয়া এধরনের ঘটনাই প্রমাণ করে, রাজ্যে আইনের শাসন এবং নারী নিরাপত্তা বিন্দুমাত্র নেই। মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হয়েও মহিলা সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ। এমতাবস্থায়, 'সুরক্ষিত নারী-সুরক্ষিত বাংলা' র স্বার্থে চোপড়া ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবিতে ও রাজ্যজুড়ে লাগতার নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গ প্রান্ত জুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ এবং জেলাবাসীকে 'কালা দিবস' পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে দক্ষিণবঙ্গ রাজ্যে সম্পাদক শ্রী সুরঞ্জন সরকার বলেন, 'পুলিশ যথাসময়ে দোষীদের গ্রেপ্তার করতে পারে না অথচ দোষীদের শাস্তির দাবিতে যারা রাস্তায় নামছে তাদেরকেই গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে। তাই উত্তরবঙ্গ প্রান্তের পাশাপাশি আজ থেকে দক্ষিণবঙ্গেরও বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তারা, উচ্চস্তরীয় তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে আন্দোলনে নামবে।'

উৎসাহিত করবেন না

দুইয়ের পাতার পর

ভীষণ কঠিন। এই পাঠ্যক্রমে অবধী এবং ব্রজ ভাষার কবি, লেখক রচনা রয়েছে। যা বোঝার জন্য পড়ুয়াদের নাকি লোহার ছোলা চিবোতে হবে। তাহলে সময় থাকতেই এ বিষয়ে কেন চিন্তাভাবনা করা হল না। গত বছরও উত্তর প্রদেশ বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফল নিরাশাজনক ছিল। খারাপ ফলাফলের জন্য তখনও প্রচুর কারণ দেখানো হয়েছিল। হিন্দির কাশী উত্তর প্রদেশে হিন্দির প্রতি আবেগ কেন হ্রাস পাচ্ছে? হিন্দির শিক্ষকরা কী নিজেদের কাজ ভালোভাবে করতে পারছেন না? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। অবধি, ব্রজভাষা কী সমৃদ্ধকারী সহায়ক ভাষা নয়? কিছু মনে করবেন না, এতটুকু তো বলতেই হবে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আরও সচেতন হতে হবে সমাজ ও সরকারগুলিকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্কুল ও কলেজের পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন আনতে হবে। সর্বাগ্রে থাকার উন্মাদনা তৈরি করতে হবে পড়ুয়াদের। এগিয়েই যেতে হবে। (লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

চোপড়ায় নিহত কিশোরীর পরিবারে নেতাদের ঢল

কলকাতা, ২০ জুলাই (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় নিহত কিশোরীর পরিবারের লোকেদের সঙ্গে সোমবার দফায় দফায় কথা বললেন দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের একগুচ্ছ নেতৃবৃন্দ।

বিজেপির বুথ সভাপতির বোনকে বাড়ি থেকে অপহরণ করে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগের তীর তৃণমূলের দিকে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর প্রতিবাদ-বিক্ষোভে রবিবার রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে চোপড়া। সেখানে কালাগড়ে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।

গতকালই বিজেপি-র রাজ্য সহ সভাপতি রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় চোপড়ায় সমাবেশ করেন। এদিন তিনি এবং দলের তিন সাংসদ জলপাইগুড়ির জয়ন্ত রায়, বালুরঘাটের সুকান্ত মজুমদার, কোচবিহারের নিশীথ প্রামাণিক ইসলামপুর হাসপাতালে যান কিশোরীর মরদেহ নিতে। কিশোরীর অভিভাবকদের সঙ্গেও তাঁরা কথা বলেন।

কিশোরীর অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যের তৃণমূলের নেতামন্ত্রীরাও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সোমবার ওই কিশোরীর বাবা, জেঠু-সহ পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে দেখা করেন মন্ত্রী গৌতম দেব, সাংসদ মৌসম বেনজির নূর, গোলাম রব্বানি এবং কানাইয়ালাল আগরওয়াল। দোষীদের রেয়াত করা হবে না বলেই জানান গৌতম দেব।

এবার থেকে সপ্তাহে দুদিন করে সম্পূর্ণ লকডাউন, ঘোষণা স্বরাষ্ট্র সচিবের

কলকাতা, ২০ জুলাই (হি স): করোনা আতঙ্কে থরহরিকম্প রাজ্যবাসী। তবে, সংক্রমণ রুখতে কড়া রাজ্য। গোষ্ঠী সংক্রমণ এড়াতে করোনার রাশ টানতে প্রতি সপ্তাহে রাজ্যের দুদিন করে সম্পূর্ণ লকডাউনের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানালেন স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্র সচিব জানান, এখন থেকে রাজ্যজুড়ে প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে সম্পূর্ণ লকডাউন হবে। চলতি সপ্তাহে বৃহস্পতি ও শনিবার সম্পূর্ণ লকডাউন হবে। আগামী সপ্তাহে আপাতত বুধবার সম্পূর্ণ লকডাউন। অন্য একটি দিন কবে তা পরে ঘোষণা হবে। আগামী সোমবার বৈঠক করে বাকি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, "যে দুদিন লকডাউন চলবে সেই দিনগুলি অফিস, কাছারি কিচ্ছু খুলবে না। কোনও পরিবহণ চলবে না"।

করোনা কাঁটায় শনি-রবি ব্যাঙ্ক বন্ধ রাখার নির্দেশ রাজ্যের

কলকাতা, ২০ জুলাই (হি. স.):করোনা সংক্রমণ রোধে রাজ্যে প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে সম্পূর্ণ লকডাউন রাখার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। এরই মাঝে সোমবার মাসের সব শনি ও রবিবার ব্যাঙ্ক গুলিকে সব শাখা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত রাজ্যের। সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান চলতি সপ্তাহ থেকেই সপ্তাহে দুদিন করে রাজ্যজুড়ে চলবে সম্পূর্ণ লকডাউন।

এই সপ্তাহের বৃহস্পতি ও শনিবার লকডাউনের ঘোষণা করা হয়েছে। আর তার পরেই রাজ্য সরকারের নয়া পরামর্শে বলা হয়েছে, করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতিতে আপাতত সব ব্যাঙ্কের সব শাখা বন্ধ রাখা হোক সব শনিবারই। শুধু তাই নয় সরকারের পরামর্শ ব্যাঙ্কে গ্রাহক পরিষেবার সময় কমিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে রাজ্য সরকার। ব্যাঙ্কগুলিকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়া হোক।

এদিন নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করছেন বাংলায় কোথাও কোথাও গোষ্ঠী সংক্রমণ তথা কমিউনিটি স্প্রেড শুরু হয়েছে। সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙতেই এবার প্রতি সপ্তাহে দু'দিন করে রাজ্যে পুরোপুরি লকডাউন হবে"।

গোষ্ঠীসংক্রমণের জন্য রাজ্যই দায়ী, বিস্ফোরক রাহুল সিনহা

কলকাতা, ২০ জুলাই (হি. স.) : এই সরকারের ভ্রান্তি, এই সরকারের অযোগ্যতা, এই সরকারের অপদার্থতার জন্য এই গোষ্ঠীসংক্রমণ বলে অভিযোগ করলেন বিজেপি-র কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা।

রাহুলবাবু বলেন, রাজ্য সরকার আজ গোষ্ঠী সংক্রমণের কথা উল্লেখ করে সপ্তাহে দু'দিন লকডাউনের কথা ঘোষণা করল। কিন্তু পরিস্কার করে জানতে চাই কোন গোষ্ঠীর মধ্যে সংক্রমণ? রাজ্য সরকারই এই অবস্থার জন্য পুরো দায়ী। কারণ, রাজ্য সরকারের পরিকল্পনাহীনতার জন্যই আজ গোষ্ঠীসংক্রমণ। যখন লকডাউন ছিল, এলাকাভেদে, ধর্মভেদে পালন হয়েছে লকডাউন।

রাহুলবাবু বলেন, লকডাউনের মাঝেই মিষ্টির দোকান, চায়ের দোকান, দুনিয়ার সব দোকান খুলে দেওয়া হল। লকডাউনের পরে এক এক করে অফিস খুলে দেওয়া হল। যাতায়তের কোনও ব্যবস্থা বা সুযোগ নেই। অপরিকল্পিতভাবে এই সব করা, তার সঙ্গে সঙ্গে সংক্রমণকে গোপন করা এর প্রভাবেই গোষ্ঠী সংক্রমণের কথা বলতে হচ্ছে। সেই কারণেই আমি মনে করি কমিউনিস্টরাও বড় বড় কথা বলছে। যেদিন মোদীজী লকডাউন ডেকেছিলেন, তখন কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম এর বিরোধিতা করেছিল। এদের জন্য আজ গোষ্ঠীসংক্রমণের কথাটা আসছে। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বার বার সতর্ক করেছিলাম। ডেঙ্গির সংক্রমণ গোপন করা যায়, কিন্তু করোনার সংক্রমণ গোপন করে ভয়াবহতা আটকানো যাবে না। আজ সেই ভয়াবহতার জন্য সরকারী নীতি দায়ী। এই সরকারের ভ্রান্তি, এই সরকারের অযোগ্যতা, এই সরকারের অপদার্থতার জন্য এই গোষ্ঠীসংক্রমণ। হরকারকে এটাও স্পষ্ট করতে হবে, কোথায় হচ্ছে। শুধু গোষ্ঠীসংক্রমণ হচ্ছে বলে আকাশ-বাতাস ফাটালে চলবে না।

কাঁকসায় লরি ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ৬

দুর্গাপুর, ২০ জুলাই (হি. স.) : বেহাল রাস্তায় লরির সঙ্গে ভলভো বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ। ঘটনায় আহত হয়েছে ৬ জন। তার মধ্যে আশঙ্কাজনক ২ জন। সোমবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড়-মোরগ্রাম রাজ্য সড়কের ওপর কাঁকসা বেলডাঙা এলাকায়।

জানা গেছে, রাজ্য ভুতল পরিবহন নিগমের ভলভো বাসটি কোলকাতা থেকে সিউড়ি যাচ্ছিল। ওই সময় বীপরিত দিক থেকে আসা একটি লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় ভলভো বাসটি নয়নজুলিতে প্রায় উল্টে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় আহত হয়েছে ৬ জন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আয়ঙ্কাজনক। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান,' চলতি বর্ষায় রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে। তার জেরে দুর্ঘটনা। অন্যদিকে কাঁকসার সাতকাহানিয়া এলাকায় বালি বোঝাই করতে আসা লরির ধাক্কায় জখম হয়েছে এক মোটরবাইক আরোহী। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা লরিটিকে আটকে বিক্ষোভ শুরু করে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহত বাইক আরোহীকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

ধৃত তিন

আটের পাতার পর

ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে শ্রীনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে।ওই এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখতে স্থানীয় জনগণকে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করার জন্য শ্রীনগর থানা তরফে জানানো হয়েছে।

ভিন্ন মাত্রায় রাজ্যের পর্যটনকে তুলে ধরতে হবেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। সারা দেশের মধ্যে রাজ্যের পর্যটনকে ভিন্ন মাত্রায় তুলে ধরার লক্ষ্যে উদ্যোগ নিতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আজ মহাকরণের ২ নং সভাকক্ষে আয়োজিত এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পর্যটনের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে তাকে কাজে লাগানোর জন্য সম্ভাব্য পরিকল্পনা ও রূপায়ণের কথা ব্যক্ত করেন। পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী, মুখ্যসচিব, পর্যটন সচিব, পর্যটন অধিকর্তা সহ দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ। করোনা সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে দেশে ও রাজ্যের চলমান বিপর্যয়ের মধ্যে রাজ্যের পর্যটন যাতে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে সেই দিশায় কাজ করার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

লগ হাট সমন্বিত বড়মুড়া ইকোপার্কের বিস্তীর্ণ অ'লকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই একাধিক ফলের বাগান তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, আনারস, ড্রাগন ফল ইত্যাদি। বড়মুড়া ইকোপার্কে ভ্রমণকারী পর্যটকদের কাছে এই ফলের বাগান উন্মুক্ত থাকবে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিটি পর্যটকদের জন্য থাকবে প্রবেশমূল্য। বড়মুড়া থার্মাল প্রজেক্ট পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া এবং সেখানে সামান্য প্রবেশমূল্যের বিনিময়ে পর্যটন দপ্তরের ব্যাটারিচালিত গাড়ির ব্যবস্থা থাকবে বলে সভায় আলোচনা করা হয়।

পর্যালোচনাসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে ভারতের পুরাতত্ত্ব বিভাগের রিজিওন্যাল অফিস আইজল থেকে ত্রিপুরায় স্থানান্তর করার জন্য ভারত সরকারের কাছে দপ্তরের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হবে। কারণ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলি পুরাতত্ত্ব বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। ঊনকোটি সহ রাজ্যের অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রে লগ হাট নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী স্টার ক্যাটাগরির লগ হাট নির্মাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পেঁচারথলের শিলছড়া এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত রাজ্যের অন্যতম প্রাক'তিক ঝর্ণার উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজ্যের হোম স্টে বিনিয়োগকারীদের দক্ষতার মান উন্নয়নের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ এবং কৌশলগত সাহায্য প্রদান করা হবে।

রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র ডম্বর সরোবরের প্রাণকেন্দ্র নারকেলকু'কে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং সেখানে বড় বড় অনুষ্ঠান করার উপযোগী কনফারেন্স হল, ক্যাফেটেরিয়া ও রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন। পাশাপাশি ডম্বরের তীর্থযাত্রীদের জন্য স্থায়ী শেড নির্মাণ করার নির্দেশ দেন।

রাজ্যের অন্যতম স্থপতি রাধাকিশোর মাণিক্যের মর্মরমূর্তি উজ্জয়ন্ত প্যালেসের পাদদেশে স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী পর্যটন দপ্তরের আধিকারিকদের পরামর্শ দেন।

হলেন ৮৬

● **প্রথম পাতার পর**

জেলা হাসপাতালে। সেখান থেকে রবিবার রাতে আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়। এখানে তাঁকে পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা যায় ওই মহিলার কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই সোমবার তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, ধলাই জেলার কমলপুর থেকে এক মহিলাকে আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে আনা হয়েছিল স্ট্রোক হওয়ায়। ৬৫ বছরের ওই মহিলাকে রবিবার আনা হয়েছিল। তাঁকেও পরীক্ষা করা হলে দেখা যায় তাঁর কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ। চিকিৎসাধীন অবস্থাতে ওই মহিলারও সোমবার মৃত্যু হয়েছে আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে।

সিপিএম

● **প্রথম পাতার পর**

জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ৫ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৭ জুলাই থেকে সীমান্ত এলাকায় সম্পূর্ণ লক ডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। সেই মোতাবেক চলছে সম্পূর্ণ লক ডাউন। এই লক ডাউনে দারুন সঙ্কটে রয়েছে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী মানুষেরা। এই সমস্ত এলাকায় প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ গরীব অংশের। তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে অসুবিধা হচ্ছে। পরিষেবা পাচ্ছেন না। গবাদি পশুর চিকিৎসা হচ্ছে না। সরকার প্রয়োজনে পদক্ষেপ নেবে। কিন্তু সেই এলাকায় বসবাসকারী সমস্ত মানুষদের খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করার দাবি জানান সিপিএম পশ্চিম জেলার সম্পাদক পবিত্র কর। একটা নির্দিষ্ট সময়ে দোকান খোলার ব্যবস্থা করা, কৃষি কাজ অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করার দাবি জানান তিনি। সোমবার ভানুঘোষ স্মৃতি ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই দাবির বিষয়ে জানান তিনি। এই ক্ষেত্রে জেলা শাসক ব্যবস্থা গ্রহন করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান তিনি।

মণিপুরে

● **প্রথম পাতার পর**

হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মণিপুর ছাড়া অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড এবং মিজোরাম-এ ইনার লাইন পারমিট চালু রয়েছে। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ওই পদ্ধতি চালু হয়েছে।

করোনা-র প্রকোপের ফলে গত ১৭ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী বীরেন এন সিং সব ধরনের ইনার লাইন পারমিট সাময়িক বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাতে, দিল্লি, কলকাতা এবং গুয়াহাটি মণিপুর ভবনে ১৮ মার্চ থেকে ইনার লাইন পারমিট দেওয়া বন্ধ হয়েছিল। তখন থেকে পর্যটক এবং অন্য বহিরাগতদের মণিপুরে প্রবেশ বন্ধ হয়েছিল। বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়পত্র দেওয়া হতো। তবে, মায়ানমারে যাতায়াতেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল।

জনতা

● **প্রথম পাতার পরড**

জন্য অতিরুক্ত গাড়ী ভাড়া দিতেহয়। এই এলাকার লোকজনেয় রাস্তার পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে। এলাকার লোকজনেরা কুয়ার জল ও নদীর জল খেয়ে কোনোপ্রকার দিন কাটাচ্ছে। জানাযায় উনারা প্রতিনিয়ত কাঁচা জল খেয়েই দিন কাটাচ্ছে। এইগ্রামে অধিকাংশ লোকজনের বাড়ীতে ফিল্টার নেই বলে জানাযায়। এখন লোকজন চাইছে এই এলাকায় যাতায়তের রাস্তাটি সংস্কার করে এলাকায় বিশুদ্ধ পানিয় জলের ব্যাবস্থা করাহোক। এখন দেখার বিষয় বর্তমান রাজ্যসরকার এই এলাকার উন্নয়ন স্বার্থে কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

এসোসিয়েশন

● **প্রথম পাতার পর**

চিকিৎসকদের পৃথক স্থানে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা হোক, দাবি জানিয়েছি। তিনি বলেন, আপাতত ভগৎ সিং-এ আলাদা ঘরের ব্যবস্থা নেই। তাই, আগামীকাল স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে ওই আবেদন জানাবো। তাঁর দাবি, ভবিষ্যতেও চিকিৎসকরা করোনা আক্রান্ত হবেন। তাঁদের পৃথক স্থানে রেখে চিকিৎসার স্থায়ী ব্যবস্থা হোক।

দেশি

● **প্রথম পাতার পর**

করেছে। আদালত তাকে জেল হাজতে পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বন্দুক উদ্ধারের ঘটনায় তদন্ত চলছে। দেশি বন্দুক ওই যুবকের কাছে কেন পাওয়া গেছে এবং অন্য কোনও উদ্দেশ্য লুকিয়ে রয়েছে কিনা তা খুঁজে দেখছে পুলিশ।

রাজ্য

● **প্রথম পাতার পর**

২১ জুলাই থেকে ৯ আগষ্ট পর্য্যন্ত বর্তমান কার্যপদ্ধতি মেনেই আদালতের কাজকর্ম চালানোর কথা বলেছে।

ওএনজিসির

● **প্রথম পাতার পর**

নজরে যখন আসে, তখন তার দেহ জলে ভাসছে। শিশুর মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জেনে নিন জিদানের সাফল্যের রেসিপি

"বার্সেলোনাকে শিরোপা দিয়ে দেওয়া হোক" করোনাভাইরাসে লা লিগা স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর অনেকেই তুলে ছিলেন এ দাবি। তখন ২৭ ম্যাচ শেষে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ২ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে শীর্ষে ছিল বার্সা। কিন্তু লিগ পুনরায় শুরুর পর দেখা গেল ১ ম্যাচ হাতে রেখে চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ।রিয়ালের এভাবে ৩৪তম লিগ জয়ে মাঠের বাইরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কোচ জিনেদিন জিদান। খেলোয়াড়দের কাছ সেরাটা বের করে আনা তাঁর কোচিংয়ে বড় গুণ। ফরাসি কিংবদন্তির এ গুণের প্রশংসাই করলেন রিয়ালের সহকারী কোচ ডেভিড বেত্তোনি। দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে জিদানের বোঝাপড়াটা নাকি "অসামান্য।"জিদানেরই দেশের সাবেক ফুটবলার বেত্তোনি। ফ্রান্সের এক দৈনিককে বেত্তোনি শুনিয়েছেন খেলোয়াড়দের সঙ্গে জিদানের সম্পর্কের গল্প, "খেলোয়াড়দের সঙ্গে জিদানের সম্পর্ক অসামান্য। এটা কোনো পদ্ধতি নয়, সে মানুষ হিসেবেই এমন। ড্রেসিং রুমের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভীষণ সহজাত। যে কারণে তাঁকে সবাই সম্মান করে।" ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডারদের কাতারে জিদানের নাম খুব সহজেই উঠে আসে। বিশ্বকাপজয়ী জিদানের তাই ড্রেসিংরুমের পরিবেশ ও খেলোয়াড়দের মানসিকতা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়।ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলিয়ে সাফল্য তুলে নিয়েছেন জিদান। ভিন্ন ভিন্ন ম্যাচে ভিন্ন খেলোয়াড় ও ফরমেশনে দল সাজিয়ে তাক লাগিয়ে দেন তিনি। ব্যবহার করতে জানেন দলের প্রায় সব সদস্যকে, "সে (জিদান) জানে তাঁদের (খেলোয়াড়) সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়। সে যা মনে করে তাই বলেন। সংবাদ সম্মেলনে যদি বলে তাঁর জন্য সব খেলোয়াড়ই গুরুত্বপূর্ণ। তার মানে সত্যিই তাই। সত্য বলা এবং নিরপেক্ষ থাকার মাধ্যমে সে ড্রেসিংরুমের সংঘাতগুলো দমন করে থাকে। এটা কাজে দেয়।"২০১৬ থেকে ২০১৮ রিয়াল মাদ্রিদ ডাগআউটে প্রথম মেয়াদে লা লিগার সঙ্গে টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতেন জিদান। তিনি দায়িত্ব ছাড়ার পর সার্জিও রামোসদের পারফরম্যান্সে ভাটা পড়েছিল। জিদান ফিরতেই রিয়াল আবার চাঙা। জিতে নিল লা লিগা শিরোপা।

করোনায় আক্রান্তদের নিয়ে ফুটবল ম্যাচের পরিকল্পনা

করোনাভাইরাস মহামারি আসার পর পাল্টে গেছে মানুষের ভাবনার জগৎ। এই ভাইরাস মোকাবিলায় ক্রীড়াজগতে চলছে নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ। কেউ বেতনের টাকা থেকে দিচ্ছেন, কেউ আবার নিলামে তুলছেন খেলাধুলার সরঞ্জাম। কিন্তু এমন অদ্ভুত পরিকল্পনা বোধ হয় এই প্রথম!সেটিও স্পেনের মতো মহামারিতে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত দেশে। সেখানে এর মধ্যেই মৃতের সংখ্যা ২৮ হাজার ছাড়িয়েছে। সংক্রমিত প্রায় তিন লাখ। কিন্তু ভয়ংকর এ পরিস্থিতিকে পাত্তা দেননি ২৩ বছর বয়সী ক্রীড়াপ্রেমী এক যুবক। সংবাদমাধ্যমে তাঁর নাম এখন প্রকাশ হয়নি। ইএসপিএন জানিয়েছে, স্পেনের নাভারা অঞ্চলে কোভিড-১৯---এ 'সংক্রমিত বনাম অসংক্রমিত' প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। পুলিশ তাঁকে চিহ্নিত করেছে।প্যাম্পলোনা শহরের মেন্দিল্লোরিতে এ ম্যাচ থেকে প্রাপ্ত অর্থ তুলে করোনার বিপক্ষে যুদ্ধে দান করার পরিকল্পনা করেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে 'মেন্দিল্লোরি কিকবাউট' নামে ম্যাচটি আয়োজনের পরিকল্পনা করেন সেই যুবক। কাল এ ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ম্যাচের প্রচারের খবর নাভারা পুলিশের কান পর্যন্ত পৌঁছায়। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস জানিয়েছে, পুলিশ তাঁকে চিহ্নিত করে ভীষণ তিরস্কার করেছে।করোনায় যাঁরা আক্রান্ত হননি এবং এ ভাইরাসে এর আগে আক্রান্ত হয়েছেন, এমন দুটি দলে ভাগ হয়ে ম্যাচটা খেলার পরিকল্পনা

হয়েছিল। খেলায় অংশ নিতে ইচ্ছুক এবং যাঁরা দেখতে চান, তাঁদের ইনস্টাগ্রামে যোগাযোগ করতে বলা হয়। নাভারা অঞ্চলে নাগরিক আইনের ৩৪ নম্বর ধারা ভাঙার দায়ে অভিযুক্তকে এখন তিন হাজার ইউরো জরিমানা দিতে হবে।স্পেনে করোনা মহামারিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাগুলোর একটি মেন্দিল্লোরি। স্থানীয় পুলিশ সে অঞ্চলের অধিবাসীদের উদ্দেশে বলেছে, 'বোধবুদ্ধি প্রয়োগ করুন। এ ধরনের আয়োজন কিংবা জনসমাবেশ এড়িয়ে চলুন, যেখানে সামাজিক দূরত্বের নিশ্চয়তা নেই।'

ছক্কায় এখন সবার ওপরে স্টোকস

ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টটা বেন স্টোকস শুরু করেছিলেন শচীন টেন্ডুলকারের পাশে থেকে। ভারতীয় কিংবদন্তির সঙ্গে স্টোকস একই জায়গায় ছিলেন টেস্টে ছক্কার সংখ্যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসেই টেন্ডুলকারের ৬৯ ছক্কাকে ছাড়িয়ে যান স্টোকস। প্রথম ইনিংসে ২ ছক্কা মারা ইংলিশ অলরাউন্ডার দ্বিতীয় ইনিংসে মেরেছেন আরও ৩টি ছক্কা। আর তাতেই একটি চূড়ায় উঠে গেছেন স্টোকস। এখনো যারা খেলছেন এমন ক্রিকেটারদের মধ্যে টেস্টে সবচেয়ে বেশি ছক্কা যে এখন তাঁরই।আজ ইনিংসের দ্বিতীয় ছক্কাটি মেরেই নিউজিল্যান্ডের টিম সাউদিকে ছাড়িয়ে গেছেন স্টোকস। টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথমবারের মতো ওপেন করতে নেমে ফিফটিটাও এই ছক্কাতেই পেয়ে যান নিউজিল্যান্ড থেকে ইংল্যান্ডে থিতু হওয়া স্টোকস। পরে আরও একটি ছক্কা মেরে টেস্টে নিজের ছক্কা সংখ্যাকে ৭৪-এ নিয়ে গেছেন এই বিধ্বংসী ব্যাটসম্যান। বর্তমান ক্রিকেটারদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭২টি ছক্কা সাউদির। নিউজিল্যান্ড পেসার খেলেছেন ৭৩ টেস্ট, স্টোকস তাঁকে ছাড়ালেন ৬৫ ম্যাচ।টেস্টে সর্বকালের তালিকায় অবশ্য ১৪ নম্বরে স্টোকস। ১০৭ ছক্কা নিয়ে সবার ওপরে নিউজিল্যান্ডের সাবেক উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। দুইয়েও একজন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। ঠিক ১০০টি ছক্কা মেরেছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট।ছক্কা সংখ্যায় যারা স্টোকসের ওপরে আছেন তাঁদের মধ্যে শুধু একজনই একুশ শতকে টেস্ট খেলেননি। নামটা অবশ্য অবাক হওয়ার মতো নয়ভিভ রিচার্ডস। সর্বকালের অন্যতম বিধ্বংসী এই ব্যাটসম্যান ১২১ টেস্টে মেরেছেন ৮৪টি ছক্কা, আছেন অষ্টম স্থানে। সেরা ২০-এর তালিকা করলে রিচার্ডসের সমসাময়িক আরও তিনজন থাকেন সেখানে। ৭০ ছক্কা মেরে ১৭তম স্থানে রিচার্ডসের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড। আর যৌথভাবে ২০ নম্বরে সর্বকালের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার ইয়ান বোথাম ও আরেক ক্যারিবীয় বাংলাদেশের সাবেক কোচ গর্ডন গ্রিনিজ।বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে টেস্টে সবচেয়ে বেশি ছক্কা তামিম ইকবালের। ৬০ টেস্টে ৩৫টি ছক্কা মেরে যৌথভাবে ৬০তম স্থানে বাংলাদেশের ওপেনার।

বাতিল হয়ে গেল এবারের ব্যালন ডি'অরও

ব্যালন ডি'অর পুরস্কারটি যারা দেয়, সেই ফ্রান্স ফুটবল কর্তৃপক্ষ কাল জানিয়ে দিয়েছে এবারের ব্যালন ডি'অর পুরস্কার দেওয়া হবে না। কারণ একটাই-করোনাভাইরাস মহামারিলিওনেল মেসির সাত হবে, নাকি আরেকটি ব্যালন ডি'অর জিতে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডকে ছুঁয়ে ফেলবেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো? অথবা ব্যালন ডি'অর খুঁজে পাবে নতুন কোনো বিজয়ীকে? বছরের শেষে এসে এবার আর এমন প্রশ্ন কেউ করবেন না। মেসি, রোনালদো, নেইমার, বেনজেমারা অপেক্ষা করবেন না স্নায়ুচাপ নিয়ে। প্রতি বছরের মতো বসবে না ফুটবল জগতের সাবেক ও বর্তমান তারকাদের মিলনমেলা। এবার যে ব্যালন ডি'অর পুরস্কারই দেওয়া হবে না।ব্যালন ডি'অর পুরস্কারটি যারা দেয়, সেই ফ্রান্স ফুটবল কর্তৃপক্ষ কাল জানিয়ে দিয়েছে এবারের ব্যালন ডি'অর পুরস্কার দেওয়া হবে না। কারণ একটাইকরোনাভাইরাস মহামারি। ফ্রান্স ফুটবল সাময়িকীর সম্পাদক পাসকাল ফের বলেছেন, '২০২০ সালে পুরস্কারটি দেওয়া হবে না। এ বছরের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'ফ্রান্স ফুটবলের বর্ষসেরা ফুটবলারকে এ পুরস্কারটি ১৯৫৬ সাল থেকে দিয়ে আসছে ফ্রান্স ফুটবল। কিন্তু এবার করোনার কারণে ফুটবল বিঘ্নিত হওয়ায় সেরা পারফরমারকে বেছে নেওয়া সম্ভব নয় বলেই মনে করছে প্রতিষ্ঠানটি। ২০১৯ সালে সর্বশেষ ব্যালন ডি'অর ট্রফি জিতেছেন মেসি। যেটি ছিল তাঁর ষষ্ঠ ব্যালন ডি'অর ট্রফি জয়। জুভেন্টাসের পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড রোনালদো ট্রফিটি জিতেছেন

নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি

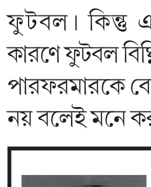

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া ব্যক্তির নাম শ্রী মনিন্দ্র দেবনাথ, বয়স-৩৭ বৎসর, পিতা - শ্রী মিহির লাল দেবনাথ, গ্রাম - বলরাম বাজার পাড়া, থানা - আমবাসা, জেলা - ধলাই, উচ্চতা - ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, গায়ের রঙ- ফর্সা, উক্ত ব্যক্তি গত ০২/০৭/২০২০ ইং তারিখ রাতে কাউকে কিছু না জানিয়ে নিজ বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়। এখন পর্যন্ত সে আর বাড়িতে ফিরিয়া আসে নাই। পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।
উক্ত বিষয়ে আমবাসা থানায় গত ০৪/০৭/২০২০ ইং তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরী নথিভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং ১৩। উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।
উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ-
পুলিশ সুপার,
ধলাই জেলা, আমবাসা
দূরভাষ নম্বর ঃ-
০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশ কন্ট্রোল, ধলাই)
০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস)
৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)
৮৭৩১৮০০৪৭৭ (মোবাইল)

স্বাক্ষর ঃ অস্পষ্ট
পুলিশ সুপার
ধলাই জেলা, আমবাসা

ICA-D-292/20

PNIeT No. 04/EE/DWS/KD/2020-21 Dt. 13/07/2020
(1) DNIeT No. 90/SE/DWS/C/KG172020 - 21
(2) DNIeT No 92/SE/DWS/C/KCIT/2020 -71
(3) DNIeT No 93/SE./1)WS/C/10 %172020-21
(4)DNIeT No 91/SE/DWS/C/KGT/2020 -21
(5) DNIeT No. 94/SE/DWS/C/KGT/2020 -21
(6) DNIe-T No.95/SE/DWS/C/KGT/2020
Period of downloading of biding documents at : 14/07/2020 *to* 03 /08/2020
Deadline for online Bidding : 03/08/2020 *up to upto 15.00 Hrs.*
Date & Time of opening Bid : 04/08/2020 *up to upto 12.00 Hrs.*
Period of opening of Bid(s) .- O/o the Executive Engineer, DWS Division, Kumarghat
For details please contact to the office of the undersigned
For details please visit : www.tipuratenders.gov.in
FOR AND ON RFAIALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
Sd/- Illegible
Executive Engineer,
DWS Division, Kumarghat,
Unakoti, Tripura

ICA-C-1028/20

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 10/EE/SNM/PWD/2020-21, Dt : 16/07/2020
The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to **3.00 P.M. on 06/08/2020** for the following works:

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIT No. 23/EE/SNM/PWD/2020-21.	Rs.14,15,256.00	Rs.14,153.00	6 (six) months.
2	DNIT No. 24/EE/SNM/PWD/2020-21.	Rs.14,03,795.00	Rs.14,038.00	6 (six) months.
3	DNIT No. 25/EE/SNM/PWD/2020-21.	Rs.13,74,630.00	Rs.13,747.00	6 (six) months.
4	DNIT No. 26/EE/SNM/PWD/2020-21.	Rs.8,78,619.00	Rs.8,7886.00	6 (six) months.
5	DNIT No. 15/EE/SNM/PWD/2020-21. (2nd Calll)	Rs.10,60,911.00	Rs.10,609.00	3 (three) months.
6	DNIT No. 23/EE/SNM/PWD/2020-21. (2nd Calll)	Rs.9,37,570 .00	Rs.9,376.00	2 (two) months.

- Last Date & Time for document downloading & Bidding : 06-08-2020 upto 3.00 PM.
- Date & Time for opening of Bid : 06-08-2020 at 3.30 PM.
- Bid Fee of Rs.1,000.00 for each (Non refundable).
- Class of Bidder : Appropriate Class.
- No negotiation will be conducted with the lowest Bidder.
- *For more details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in*

Sd/- (Er. S. Saha)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

ICA-C-1034/20

"Press Notice Inviting e-Tender No. 07/PNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21".
The Executive Engineer, DWS Division, Belonia, South Tripura invites Percentage rated e-tender single bid on behalf of the "Governor of Tripura" for Shifting of PWD (DWS) Utility services along National Highway -I08A from Jolaibari to Belonia section (Ch. 0 to Ch. 21.390 km) / SH:- Laying of PVC/DI pipe including providing & fitting fixing of DI/ PVC fittings, construction of hydrant point, sluice valve chamber etc at Portion from Ch. 0.00 km to 8.25 km under Jolaibari RD Block area within the jurisdiction of DWS Sub division Jolaibari during the year 2018-19. with Estimated Cost of Rs. 77,88,545.02, Deadline for online bidding is 03/08//2020.
For details please visit www.tripuratenders.gov.in and for any query please contact :- 03823-224-812

Sd/- Illegible
Executive Engineer
DWS Division, Belonia
Belonia, South Tripura

ICA-C-1024/20

ত্রিপুরা বিজ্ঞান এবং গণিত মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা

- নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য
- বিজ্ঞান মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০০ জন এবং গণিত মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০০ জন, মোট ৪০০ জন শিক্ষার্থীর প্রতিমাসে ৫০০ টাকা করে ১৫ মাসের বৃত্তি।
- সরকারি এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে কোচিং।
- যদি কোনো সরকারি বা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে ৫ জনের বেশি শিক্ষার্থী বৃত্তি লাভ করে তবে উক্ত বিদ্যালয়কে ১(এক) লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এই টাকা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যাবে।
- বেসরকারি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও উক্ত পরীক্ষায় বসতে পারবে।
- রাজ্যের সকল সরকারি, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণিতে পাঠরত উপরোক্ত পরীক্ষায় বসতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের এই পরীক্ষার নিয়মাবলী বিশদে জানার জন্য এস সি ই আর টির ওয়েবসাইট www.scerttripura.org অথবা www.tripuratalentscarch.com দেখার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- শিক্ষার্থীরা আবেদন পত্র ২৪/০৭/২০২০ ইং তারিখ থেকে ২৪/০৮/২০২০ ইং তারিখের মধ্যে অনলাইনে জমা করতে পারবে।
- পরীক্ষার তারিখ ঃ- ২০/১২/২০২০ ইং

স্বাঃ- (ইউ কে চাকমা)
অধিকর্তা
এস সি ই আর টি

ICA-D-296/20

■Phone : 0381-2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

মিজোরামে মেগা ফুডপার্কের উদ্বোধন, ২৫ হাজার কৃষক উপকৃত হবেন, কর্মসংস্থান হবে ৫০০০, দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

আইজল, ২০ জুলাই (হি.স.) : কৃষক কল্যাণ এবং কর্মসংস্থানের প্রশ্নে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে কেন্দ্রীয় সরকার। মিজোরামের কোলাশিব জেলার খামরাঙে মেগা ফুড পার্ক উদ্বোধনের ফলে ২৫ হাজার কৃষক উপকৃত হবেন এবং এর মাধ্যমে ৫০০০ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ভিডিও কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে 'জোরাম মেগা ফুড পার্ক'-এর উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী হরসিমরত কৌর বাদল এই মেগা ফুড পার্কের উদ্বোধন করে এই দাবি করেছেন।

তাঁর কথায়, মিজোরামে প্রথম মেগা ফুড পার্কের জন্য অতিরিক্ত ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। তাঁর আরও দাবি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খাদ্য ও প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের সহযোগিতায় ৮৮টি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। এদিকে, ডোনার মন্ত্রী ড় জিতেন্দ্র সিং-র সাফ কথা, ওই মেগা ফুড পার্ক ফড়েদের সরিয়ে কৃষকদের আয় দ্বিগুন করবে।

প্রসঙ্গত, মিজোরামের কোলাশিব জেলার খামরাঙে ৫৫ একর জমিতে ৭৫ কোটি টাকা খরচ করে জোরাম মেগা ফুড পার্ক গড়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে এই ফুড পার্ক গড়ে উঠেছে। তাতে কোলাশিব জেলার সাথে মামিত এবং আইজল উপকৃত হবে। পাশাপাশি দক্ষিণ অসমের কাছাড় এবং হাইলাকান্দি জেলাও এই ফুড পার্কের সরাসরি প্রভাব পড়বে। কর্মসংস্থানের প্রশ্নে অসমও উপকৃত হবে।

ভিডিও কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী বলেন, ভারতে বিনিয়োগ শুরু করতে ইচ্ছুক বিনিয়োগকারীদের জন্য মসৃণ, স্বচ্ছ এবং সহজ পরিবেশ তৈরির জন্য সরকার সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই, ভারতকে একটি স্থিতিশীল খাদ্য অর্থনীতি এবং বিশ্বের খাদ্য কারখানা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সরকার দৃঢ়তার সাথে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণকে ''মেক ইন ইন্ডিয়া''র একটি প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নির্দেশনায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রক এই শিল্পকে উৎসাহিত করার দিকে মনোনিবেশ করছে। কারণ, কৃষিক্ষেত্রের তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকের আয় দ্বিগুণ করতে বিরাট অংশীদার হবে এবং ''মেক ইন ইন্ডিয়া''র বড় অবদানকারী হয়ে উঠবে।

মন্ত্রী বাদল বলেন, কেন্দ্রীয় খাদ্য ও প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের সহযোগিতায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৮৮টি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে এবং তার মধ্যে ৪১টি ইতিমধ্যে স্থাপন হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, প্রায় ১, ০০০ কোটি টাকার প্রকল্পে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে ভরতুকি বাবদ ৫২০ কোটি টাকা সহায়তা দেওয়া হবে। তাঁর দাবি, ৮৮টি প্রকল্প সম্পূর্ণ রূপে তৈরি হয়ে গেলে ৮.৬৬ মাত্রিক টন ক্ষমতা কৃষিজাত পদার্থ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ সম্ভব হবে, যার বাজারমূল্য দাঁড়াবে ২, ১৬৬ কোটি টাকা।

এদিন ডোনার মন্ত্রী ড় জিতেন্দ্র সিং বলেন, জোরাম মেগা ফুড পার্ক ফড়েদের সরিয়ে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে সহায়তা করবে। ৪০ শতাংশ ফল প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ-বিষয়ে মন্ত্রীর দাবি, উচ্চ গুণমানের ফল প্যাকেটজাত করে দেশের বিভিন্ন মেট্রোপলিটন শহরে বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে। তাঁর কথায়, বিশ্বের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চল জৈব গন্তব্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। কারণ, এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ কৃষি এবং উদ্যানজাতীয় উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে। তিনি জানান, সিকিম ইতিমধ্যে জৈব রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর হল সরকারের মুখ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর হল সরকারের মুখ। সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের সাফল্য এই দপ্তরের মাধ্যমেই ফুটে উঠে। সরকার যে দিশা নিয়ে কাজ করছে তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ। আজ সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। সভায় তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার যে যে ক্ষেত্রগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করছে তার সঠিক তথ্যগুলি জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। বিভিন্ন দপ্তর যেসব বিষয়ে সাফল্য অর্জন করেছে তা আরও বেশি করে প্রচারে নিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে দপ্তরের জেলা ও মহকুমাস্তরের আধিকারিকদের আরও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের মাধ্যমেই সরকারের নতুন নতুন দিশাগুলির প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

সভায় তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা বলেন, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের প্রচারের পাশাপাশি রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সংস্ক'তির প্রসার ও প্রচারের কাজ করে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর ৪০৭টি সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান, ১১০টি পথনাটক, ৫০টি সাংস্ক'তিক কর্মশালা, ৬৯টি মেলা ও উৎসবের আয়োজন, ২৬টি প্রদর্শনী এবং ৭টি সাংস্ক'তিক বিনিময় অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজন করেছে। রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্ক'তিকে তুলে ধরার পাশাপাশি আগরতলা শহরের সৌন্দ্যার্যায়নে ৭টি স্থানে দেওয়াল চিত্র অঙ্কন করার নতুন একটি উদ্যোগ নিয়েছে দপ্তর। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেওয়াল চিত্রগুলিতে রাজ্যের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান যেমন- নীরমহল, ছবিমুড়া, ঊনকোটির ছবি ফুটিয়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের বিশেষ সচিব আরও বলেন, রাজ্যের সংস্ক'তির বিকাশে দপ্তর ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সাংস্ক'তিক হাব স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য প'দশ অর্থকমিশনের নিকট প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের মাধ্যমে প্রিন্ট, ইলেক্টনি' এবং ওয়েব মিডিয়াতে ডিসপ্লে এবং ক্লাসিফায়েড বি'াপন ইস্যু হয়ে থাকে। ২০১৯ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০২০ সালে ৩০ জন পর্যন্ত দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন মিডিয়াতে মোট ৩,৮৩৯টি ক্লাসিফায়েড বি'াপন, ২,১৯৫টি ডিসপ্লে বি'াপন প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উপর ৯৪টি শর্টফিল্ম, ২টি ভিডিও ফিল্ম এবং ২টি ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয়েছে। দপ্তরের বিশেষ সচিব আরও জানান, সংবাদ সরবরাহ শাখা হল এই দপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে তা সংবাদ সরবরাহ শাখা থেকে প্রেস রিলিজের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর কাছে তুলে ধরা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে দপ্তরের মাধ্যমে মোট ৪,১৫১টি প্রেস রিলিজ, ২৫টি ফিচার রিলিজ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফি করা হয়েছে ৫৯৬টি ও ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছে ৪৪টি।

এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে যে সকল উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে সেগুলি প্রচার করার উপর দপ্তরকে আরও বেশি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। রাজ্যের জনগণের সামনে উন্নয়নমূলক কাজের সাফল্য তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি রাজ্য সরকার রাজ্যের উন্নয়নে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কাজ করছে সেগুলিকেও প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার জন্য দপ্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের যে গৌরবময় সংস্ক'তি ও ঐতিহ্য রয়েছে তা বর্তমান প্রজন্মের নিকট পৌঁছানোর প্রয়াসও নিতে হবে।

সভায় দপ্তরের বিশেষ সচিব জানান, রাজ্যের দপ্তরের অধীনে মোট ৩৭১টি লোকর'ন শাখা রয়েছে। সেগুলির মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার সংস্ক'তি বিকাশের কাজ করা হয়ে থাকে।

এছাড়া ৬৯টি তথ্য সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জনগণের মধ্যে পৌঁছানোর কাজ করে থাকে দপ্তর। পর্যালোচনা সভায় এছাড়াও রাজ্যে ইন্টিগ্রেটেড ফিল্ম সিটি স্থাপন, অ্যানিমেশন স্টুডিও স্থাপন, ফিল্ম স্কুল, সত্যজিত রায় ফিল্ম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের শাখা স্থাপন, করোনা মোকাবিলায় দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের বিশেষ সচিব সভায় আলোচনা করেন।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, বিশেষ সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস এবং দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।ণ

উত্তরাখণ্ডের পিথোরগড়ে মেঘভাঙা বৃষ্টি, বাড়ি ধসে মৃত্যু ৩ জনের

পিথোরগড়, ২০ জুলাই (হি.স.): মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ডের পিথোরগড় জেলা। উত্তরাখণ্ডের পিথোরগড় জেলার বঙ্গাপানি তালুকার অন্তর্গত মেদকোট গ্রামে প্রবল বর্ষণে একটি বাড়িতে ধস নেমে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। এছাড়াও মেদকোট গ্রাম সংলগ্ন পার্শবর্তী গ্রামের বাসিন্দা ৮ জন নিখোঁজ। ক্ষতিগ্রস্তদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যাঁরা নিখোঁজ তাঁদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

পিথোরগড় জেলার জেলাশাসক ভি কে যোগদাণ্ডে জানিয়েছেন, প্রবল বর্ষণের জেরে রবিবার গভীর রাতে মেদকোট গ্রাম ও সংলগ্ন পার্শবর্তী গ্রামে ধস নামে। মেদকোট গ্রামেই বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, পার্শবর্তী গ্রামগুলিতে ৮ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

প্রবল বর্ষণের জেরে পিথোরগড় জেলায় গোরি নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়েছে, মুনস্যরিতে তলিয়ে গিয়েছে ৫টি বাড়ি। ক্ষতিগ্রস্তদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায় হয়েছে।

সম্পূর্ণ সুস্থ দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী, সত্যেন্দ্রকে শুভেচ্ছা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (হি.স.): প্রাণঘাতী কোভিড-১৯ ভাইরাসকে পরাজিত করে সুস্থ হয়ে উঠেছেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠা নিজ মন্ত্রিসভার সদস্য সত্যেন্দ্র জৈনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সোমবার টুইট করে অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সোমবার থেকেই কাজে যোগ দেবেন তিনি।

সত্যেন্দ্র জৈনের ভূয়সী প্রশংসা করে কেজরিওয়াল টুইটারে আরও লেখেন, তিনি সর্বদা হাসপাতালে ভিসিট করতেন, স্বাস্থ্যকর্মী এবং রোগীদের সঙ্গে কথা বলতেন। তিনি করোনা-আক্রান্ত হন। প্রায় একমাস পর কাজে ফিরছেন তিনি। শুভেচ্ছা সত্যেন্দ্র জৈন! শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে গত ১৬ জুন উত্তর-পূর্ব দিল্লির একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সত্যেন্দ্র জৈন। ১৭ জুন কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তারপর থেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। করোনা-মুক্ত হওয়ার পর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি।

চতুর্থ টেস্ট পজিটিভ, করোনা-আক্রান্ত নাইজেরিয়ার বিদেশমন্ত্রী

মস্কো, ২০ জুলাই (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন নাইজেরিয়ার বিদেশমন্ত্রী জিওফ্রেই ওনেয়ামা। চতুর্থবারের টেস্টে নাইজেরিয়ার বিদেশমন্ত্রীর শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী রবিবার বিদেশমন্ত্রীর করোনা-টেস্ট পজিটিভ এসেছে।

টুইট করে নাইজেরিয়ার বিদেশমন্ত্রী জিওফ্রেই ওনেয়ামা জানিয়েছেন, চতুর্থ করোনা-টেস্ট পজিটিভ এসেছে। এটাই জীবন! ভালো কিছুর অপেক্ষায়। কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়ায় এখন আইসোলেশনে রয়েছেন নাইজেরিয়ার বিদেশমন্ত্রী।

পেঁচারথলে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। পেঁচারথল থানা এলাকার দেপাছড়ায় আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। রাস্তার বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্ত বিপজ্জনক আকার ধারণ করেছে। বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করে থাকে। জাতীয় সড়কে চলাচলকারী দ্বিচক্রযান ও অন্যান্য যানবাহন গুলো বিপদজনক অবস্থায় যাতায়াত করতে বাধ্য হয়। প্রায় সময় দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। সোমবার একটি স্কুটি গর্তে পড়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত স্কুটির চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়। স্থানীয় লোকজন আহত স্কুটি চালককে উদ্ধার করে পেচারতল হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে ওই স্কুটি চলক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন প্রায়ই ওই এলাকায় জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। রাস্তাটি মরণ ফাঁদে পরিণত হলেও জরুরীভিত্তিতে সারাইয়ের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাতে ক্ষোভে ফুঁসছেন ওই রাস্তায় চলাচলকারি সাধারণ মানুষজন।অবিলম্বে জাতীয় সড়ক সংস্কারের জন্য এলাকাবাসী এবং যানবাহনের চালকরা জোরালো দাবি জানিয়েছেন। শুধু পেচারথল এলাকাতেই নয় আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের বিভিন্ন স্থানে গর্ত হয়ে রয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল রীতিমতো বিপদসংকুল হয়ে উঠেছে।অবিলম্বে জাতীয় সড়ক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে পরিস্থিতি আরো উদ্বেগজনক আকার ধারণ করার আশঙ্কা রয়েছে।পরিস্থিতি বিবেচনা করে জরুরি ভিত্তিতে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি হয়ে উঠেছে।

শ্রীনগরের সাত নং পাড়ায় মদের আসরে পুলিশের হানা, ধৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। শ্রীনগর থানা এলাকার সাত নংপাড়া থেকে ৩ মদ্যপকে আটক করেছে পুলিশ। জানা যায় তারা মদের আসরে বসে ছিল।সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে শ্রীনগর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদেরকে মদের আসর থেকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় শ্রীনগর থানায় অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ওই এলাকার নিলু সাহার দোকানে এবং বাড়িতে দেশি মদের রমরমা ব্যবসা দীর্ঘদিন ধরে চলেছে। সেই খবরের ভিত্তিতেই শ্রীনগর থানার পুলিশ নিলু সাহার দোকানে এবং বাড়িতে হানা দেয়। বাড়িতে হানা দিয়ে মদের আসর থেকে তিন যুবককে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ওই এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই মাতালদের তাণ্ডব চরম আকার ধারণ করেছে। তাতে এলাকার পরিবেশ মারাত্মকভাবে কলুষিত হচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্থানীয় জনগণ শ্রীনগর থানার পুলিশের হস্তক্ষেপ দাবি করেন।স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়ার পরই পুলিশ নিল সাহার দোকান এবং বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ যথারীতি সাফল্য পেয়েছে। এলাকায় আগামী দিনেও

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রাক্তন বিধায়ক গীতামোহন ত্রিপুরার জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন সিপিআই(এম) সদস্য গীতামোহন ত্রিপুরা দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর আজ সন্ধ্যা ৬টায় অমরপুর মহকুমার একছড়িতে তাঁর ছোট ছেলের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র এবং একজন মেয়ে রেখে গেছেন। তাঁর আদিবাড়ী বর্তমান শান্তিরবাজার মহকুমার পূর্ব পিলাকে। ১৯৯৮ সালে দক্ষিণ ত্রিপুরার জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সিপিআই(এম) এর টিকিটে নির্বাচিত হয়ে তিনি যোগ্যতার সাথে পুরো পাঁচ বছর বিধানসভায় জনগনের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী ও জিএমপি'র কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

৪ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ৫৬৩ জনের করোনা-সংক্রমিত ৩০ হাজার ছুঁইছুঁই

জয়পুর, ২০ জুলাই (হি.স.): রাজস্থানে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা, মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৪০১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। নতুন করে ৪০১ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২৯,৮৩৫। সোমবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, সোমবার সকাল ১০.৩০ মিনিট পর্যন্ত রাজস্থানে নতুন করে ৪০১ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, সুস্থ হয়েছেন ১৩৬ জন।

আক্রান্ত ৪০১ জনের মধ্যে আজমের-এ ৮১ জন, আলওয়ারে ১০৩ জন, বারমের-এ ২৯ জন, ভরতপুরে ৩০ জন, বুন্দিতে একজন, জয়পুরে ৬৫ জন, জয়সলমেরে ৮ জন, জালোরে ৫৩ জন, ঝালাওয়ারে ৭ জন, ঝুনঝুনুতে ৩ জন, কোটায় ১৫ জন, নাগাউরে ২৭ জন এবং সওয়াই মাধপুরে ৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২৯,৮৩৫-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২১,৮৬৬ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ৭,৪০৬ এবং নতুন করে ৪ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫৬৩ জনের।

ওড়িশায় মৃত্যু আরও ৬ জনের, করোনা-সংক্রমিত বেড়ে ১৮,১১০

ভুবনেশ্বর, ২০ জুলাই (হি.স.): ওড়িশায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৭৩ জন। ফলে ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৮,১১০। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৯৭।

সোমবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৬৭৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৮,১১০। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে গঞ্জান জেলায় এবং গজপতি জেলায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৫,৫৩৩ জন।

ফের সর্বোচ্চ রেকর্ড! আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,৪০,৪৭৪

ওয়াশিংটন, ২০ জুলাই (হি.স.): দৈনিক করোনা-আক্রান্তের নিরিখে ফের সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়ল মার্কিন মুলুক। বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারা দিনে) আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৩,৮৭২ জন মানুষ। ফলে মার্কিন মুলুকে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩, ৭৬২,০৮১-এ পৌঁছে গিয়েছে।

আমেরিকায় মৃত্যুও রোজই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শেষ ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে আরও ৫১৪ জনের, ফলে মার্কিন মুলুকে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৭৪-তে পৌঁছে গিয়েছে।

আমেরিকার ফ্লোরিডায় রবিবার মোট ১২ হাজার মানুষ কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বিগত দু''সপ্তাহের মধ্যে শুধুমাত্র ফ্লোরিডাতে ৫০০ জনের (৭৮ শতাংশ) মৃত্যু হয়েছে।

ভারতে ১১ লক্ষ ছাড়াল করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৬৮১ জনের : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই (হি.স.): ভারতে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। নতুন করোনা-সংক্রমিতের পাশাপাশি মৃত্যুও বাড়ছে রোজই। বাড়তে বাড়তে সোমবার ভারতে ১১ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৬৮১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৪০,৪২৫ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২৭,৪৯৭ জন এবং সংক্রমিত ১১, ১৮,০৪৩ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭,০০, ০৮৭ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৪৫৯।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৭, ৪৯৭ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৬৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৩ জন, অসমে ৫৭ জন, বিহারে ২১৭ জনের, চন্ডীগড়ে ১২ জন, ছত্তিশগড়ে ২৪ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৩, ৬২৮ জনের, গোয়া ২২ জন, গুজরাটে ২১৪২ জনের, হরিয়ানায় ৩৪৯ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১১ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ২৪৪ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৪৯ জনের, কর্ণাটকে ১৩৩১ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪২ জন, লাদাখে দু''জন, মধ্যপ্রদেশে ৭২১ জন, মহারাষ্ট্রে ১১,৮৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে দু''জন, ওড়িশায় ৯১ জনের, পুদুচেরিতে ২৮ জন, পঞ্জাবে ২৫৪ জন, রাজস্থানে ৫৫৯ জনের, তামিলনাড়ুতে ২,৪৮১ জন, তেলেঙ্গানায় ৪১৫ জন, ত্রিপুরায় ৫ জন, উত্তরাখণ্ডে ৫২ জন, উত্তর প্রদেশে ১,১৪৬ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১,১১২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। মহারাষ্ট্র, দিল্লি, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ-এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা রোজই বাড়ছে। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৩,১০,৪৫৫-এ পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত ১২, ২৭,৯৩, গুজরাটে ৪৮,৩৫৫, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ৪২, ৪৮৭, উত্তর প্রদেশে ৪৯,২৪৭ এবং তামিলনাড়ুতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৭, ০৬,৯৩।

ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বাড়ছে মৃত্যুও। একইসঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ১৯ জুলাই পর্যন্ত ভারতে মোট ১,৪০,৪৭,৯০৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ১৯ জুলাই ২,৫৬,০৩৯টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

সিপিএম রাজ্য সম্পাদকের বিবৃতির প্লাটা দিল বিজেপি

আগরতলা, ২০ জুলাই।। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস বর্তমান রাজ্য সরকারকে নিয়ে একটি সংবাদ মাধ্যমে যে বিবৃতি দিয়েছে তার তীব্র বিরোধ জানিয়েছে বিজেপি রাজ্য কমিটি। বিজেপির তরফ থেকে সোমবার এক প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আজ রাজ্যের প্রভাতী দৈনিক পত্রিকায় সিপিআইএণ রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস বেশ কিছু বিষয়ে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বিবৃতি প্রচার করেছে। তা আমাদের দৃষ্টিতেও এসেছে। বিবৃতিতে উনি অনেক বিষয়ে অবতারনা করেছেন। এই বিষয়গুলি রাজ্যের মানুষের কাছে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। উনি বলেছেন কভিড-১৯ পরিস্থিতিকে কাজ্যে লাগিয়ে রাজ্য সরকার তথাকথিত গণ আন্দোলন দমন, বিরোধীদের হয়রানি এসব অগণতান্ত্রিক কার্য্যকলাপ চালাচ্ছে। যা এক নির্জ্জলা মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই নয়। প্রকৃত সত্য হচ্ছে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। বর্তমান পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য এপিডেমিক অ্যাক্ট ১৯৮৭, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট ২০০5 লাগু করতে বাধ্য হয়েছে। এর সাথে বিরোধীদের দমন পীড়নের কোন উদ্দেশ্যেই নেই। গৌতম দাসের এ অভিযোগের পেছনে আসল কারণ হল, কেন এখনও রাজ্যে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি?

উনি বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে খাদ্যের প্রচন্ড অভাব দেখা দিয়েছে যা মোকাবিলা করতে রাজ্য সরকার ব্যর্থ অথচ রাজ্য সরকার বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী সরবরাহ সহ নানা উপায়ে রাজ্যের মানুষকে খাইয়ে পরিয়ে রাখা দলগতভাবে আমরা ব্যাপকভাবে ত্রাণ সামগ্রী বিলি বন্টন এগুলি যেমন জারি রেখেছি, তেমনি কেন্দ্রীয় সরকার নভেম্বর পর্যন্ত বিনামূল্যে রেশন শপে খাদ্য সামগ্রী বিলি বন্টনের ঘোষণা করেছে।

উনি বিজেপি'র নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা বলে তার খেলাপ করে আসছে বলে অভিযোগ করেন। বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত বিষয়ে সত্যের অপলাপ করা হয়েছে। কার্যত ২৭ মাসে বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বাধীন সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অধিকাংশ যেমন রূপায়িত করেছে তেমনি প্রতিশ্রুতির বাহিরেও অনেক নতুন নতুন কর্মসূচি রূপায়িত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বেকারিত্ব সম্পর্কে ভূল তথ্য পরিবেশন করেছে। এই রাজ্যে বেকরা যুবক সমাজকে সাবলম্বী ও স্বনির্ভর করে তুলতে রাজ্য সরকার অনেক ইতিবাচক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যার ফলে ইতিমধ্যেই রাজ্যবাসী পেতে শুরু করেছে। এতে হয়ত উনার

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।